শ্রীশ্রীরাধিকাস্তোত্রম্

[শ্রীশ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতীপাদ-কৃতম্]

শ্রীশ্রীগৌরপ্রেমোল্লাসকাব্যম্

[শ্রীনন্দকিশোরচন্দ্রগোস্বামি-বিরচিতম্]

অভাজন গোপীশরণ দাস

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গৌ বিজয়েতাম্

শ্রীশ্রীরাধিকাস্তোত্রম্

[শ্রীশ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতীপাদ কৃত]

ও

শ্রীশ্রীগৌরপ্রেমোল্লাসকাব্যম্

[কবিকুলচক্রবর্তী শ্রীজয়দেব গোস্বামী
বংশাবতংশ শ্রীনন্দকিশোরচন্দ্র
গোস্বামী বিরচিত।]

প্রকাশক—অভাজন গোপীশরণ দাস।

জাহ্নবাবল্লভ গ্রন্থমালাঃ-- Code : JN013

প্রকাশকঃ-- দাসানুদাস গোপীশরণ দাস। শ্রীধাম নবদ্বীপ।
ঘরে বসে গ্রন্থ পেতে এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে
লিখে জানান। মো. +91 97342 73774

গ্রন্থস্বত্বঃ-- প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এ গ্রন্থ হতে ছবি বা মুদ্রিত অংশ ছাপতে হলে প্রকাশকের লিখিত অনুমতি আবশ্যক।

অনুবাদকঃ-- শ্রীবৃন্দাবনদাস। শ্রীধাম বৃন্দাবন।

প্রথম প্রকাশঃ-- শ্রীরাস পূর্ণিমা। ১৪৩১ বঙ্গাব্দ। (১৫/১১/২০২৪ ইং)

প্রাপ্তিস্থানঃ--

১) গোপীশরণ দাস। (All India home delivery by courier service)
WhatsApp Number +91 97342 73774
২) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, বিধান সরণী ৩৮, কোলকাতা-৬। মো. +91 75950 96300
৩) শ্রীশ্রীরাধারমণ বাগ (সমাজবাড়ি), নবদ্বীপ, নদীয়া। মো. +91 99329 44045
৪) শ্রীসোনার গৌরাঙ্গ মন্দির, শ্রীবাস অঙ্গন রোড, নবদ্বীপ। মো. +91 84363 74812
৫) শ্রীহরিবোল কুটির, পোড়াঘাট, নবদ্বীপ, নদীয়া। মো. +91 99328 60561
৬) শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান, প্রাচীন মায়াপুর, নবদ্বীপ। মো.+91 76028 57807
৭) দাদা মশাই গ্রন্থ বিপনী ও জুস কর্ণার। প্রাচীন মায়াপুর, নবদ্বীপ। মো. +91 74793 44324
৮) লক্ষ্মীনারায়ণদাস, বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ সেবাশ্রম, রাধাকুণ্ড। মো. +91 98974 57066
৯) শ্রীকুণ্ডেশ্বরী গ্রন্থালয়, রাধাকুণ্ড (বনখণ্ডীঘেরার পাশে)। মো. +91 82658 20456
১০) কৃপামূর্তিদাস, প্রতিভারাণী পুস্তক ভাণ্ডার, রাধাকুণ্ড। মো. +91 89389 14588
১১) শ্রীউত্তমদাস (মৌনীবাবা) শ্রীনিত্যানন্দ অধ্যায় অনুশীলন পাঠাগার, রসুনপুর, (নিত্যানন্দ পল্লী), জামতাড়া, ঝাড়খণ্ড। মো. +91 96352 52290
১২) শ্রীএকান্ত ঘোষ, তাঁতীবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ। মো. +880 18 348 19977

মুদ্রকঃ-- গোস্বামী গ্রন্থ মুদ্রণালয়, মথুরা, ব্রজমণ্ডল।
Email Id: goswamigranthamudranalaya@gmail.com

মুদ্রণ ব্যয়ানুকূল্যঃ-- ৩৫/- টাকা মাত্র।

নিবেদন

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ কর্তৃক প্রণীত এই শ্রীশ্রীরাধিকাস্তোত্রটি পূর্বে কুসুমসরোবরবাসী পূজ্য শ্রীকৃষ্ণদাস বাবা ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে সানুবাদ প্রথম প্রকাশন করেছিলেন। পরবর্ত্তীকালে অন্যান্য গ্রন্থের মত এই গ্রন্থটিও অপ্রাপ্য হওয়ায় শ্রীনিত্যানন্দভট্ট গোস্বামীজীর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাসজী ১৯৯৩ খৃষ্টাব্দে পূর্বোক্ত কৃষ্ণদাস বাবার কৃতজ্ঞতায় দ্বিতীয়-প্রকাশন করেন। বর্তমানে শ্রীধামবৃন্দাবননিবাসী শ্রীবৃন্দাবনদাসজী এই স্তোত্ররত্নটির সামান্যরূপে বঙ্গভাষায় রূপান্তর করিলেন। এই রসময় শ্রীরাধিকাস্তোত্রমের নিত্য রসাস্বাদনে বৈষ্ণবগণ শ্রীমতিবৃষভানুরাজনন্দিনীর কৃপা লাভে ধন্যাতিধন্য হইবেন এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ভক্তগণ এই গ্রন্থ আস্বাদন করে কৃষ্ণদয়িতা কৃপাময়ীর করুণাকণা সিঞ্চনে অভিসিঞ্চিত হউন, কৃষ্ণপ্রেমধন লাভ করে মনুষ্যজীবন সার্থক করুন, প্রাণেশ্বরীর চরণে এই প্রার্থনা।

পরিশেষে প্রস্তুত গ্রন্থে ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্ট হইলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে অবলোকন করিবেন। বিক্ষিপ্ত মনের ভ্রমবশতঃ কোন ভুল দেখিলে জানাইবেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তী সংস্করণে সংশোধন করিতে পারিব। এই গ্রন্থ পাঠে পাঠকগণ সামান্যতম উপকৃত হইলেও আমাদের শ্রম সার্থক হইবে। ইত্যলম্॥

— দীন প্রকাশক

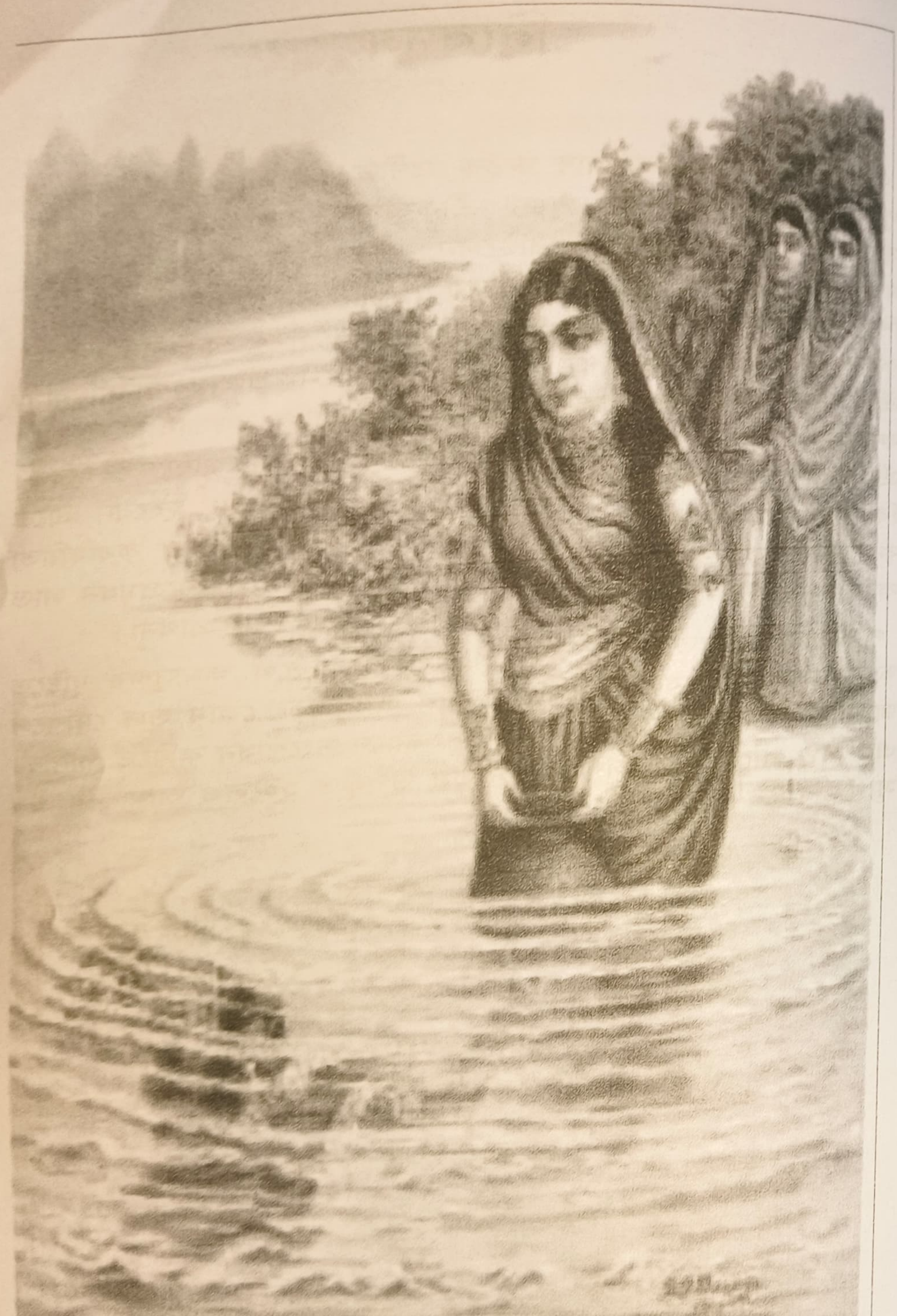

শ্রীশ্রীবৃন্দারণ্যদেব্যৈ নমঃ

শ্রীশ্রীরাধিকাস্তোত্রম্

মহাভাগ্যপরীপাকলব্ধরাধাপদস্পৃহা।
কাচিৎ সম্ভাবপ্রকৃতিঃ স্তৌতি দীনা নিজেশ্বরীম্ ॥১

অর্থ—[শ্রীশ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতীপাদ কিঙ্করীভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন] কোন একজন নিঃস্ব কিঙ্করী মহাভাগ্যের ফলে শ্রীমতীরাধারাণীর শ্রীচরণপ্রাপ্তির আশায় শুদ্ধ-স্বভাবযুক্তা হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন ॥১

শৃঙ্গার-রস-মাধুর্য্য-সার-সর্ব্বস্ব-বিগ্রহে।
নমো নমো জগদ্বন্দ্যে বৃন্দাবনেশ্বরি ॥২

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে ! আপনি শৃঙ্গাররসের মাধুর্য্যসারের পরিপূর্ণমূর্ত্তি, জগতের সকলেই আপনাকে বন্দনা করেন, আপনি শ্রীবৃন্দাবনের মহেশ্বরী; অতএব আপনাকে বারবার নমস্কার করিতেছি ॥২

চারুচম্পক-গৌরাঙ্গি কুরঙ্গীভঙ্গি-লোচনে।
কৃপয়া দেহি মে দাস্যং প্রেমসাররসোদয়ম্ ॥৩

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! আপনার শরীর মনোহর-চম্পকপুষ্প সদৃশ গৌরবর্ণ, আপনার নেত্রযুগল হরিণীর মতো চঞ্চল-স্বভাবযুক্ত; আপনি আমায় কৃপাপূর্ব্বক দাস্যভাব প্রদান করুন, যাহা হইতে প্রেমসার রসের উদয় হয় ॥৩

প্রসীদ পরমানন্দরসনিস্যন্দিসৎপদে।
সকৃৎ কৃপাকটাক্ষেণ পশ্য মামতিকাতরম্ ॥৪

অর্থঃ— হে শ্রীরাধে! আপনার শ্রীচরণকমল হইতে পরমানন্দরসের বর্ষণ হয়; আমি অতিকাতর হইয়া নিবেদন করিতেছি যে, একবার কৃপাকটাক্ষ করিয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন ॥৪

কোটি-কোটি-জগদ্ভাসিনখচন্দ্র-মণিচ্ছটে।
আশ্চর্য্যরূপলাবণ্যে সকৃন্মে দেহি দর্শনম্ ॥৫

অর্থ—হে শ্রীরাধে ! আপনার নখরূপ চন্দ্রমণিদ্বারা কোটিকোটি জগৎ প্রকাশিত হয়, আপনার রূপলাবণ্য আশ্চর্য্য হইতেও আশ্চর্যময়; আপনি একবার আমাকে দর্শন প্রদান করুন ॥৫

মহাপ্রেম-রসানন্দ-মদ-বিহ্বলতা-কৃতে।
পুলকোদ্ভিন্নসর্ব্বাঙ্গি কদা ত্বং পরিলোক্যসে ॥৬

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! আপনার শরীর মহাপ্রেম-রসানন্দের মত্ততায় বিহ্বল এবং পুলকাবলীদ্বারা ব্যাপ্ত; আমি কবে আপনাকে দর্শন করিব! ॥৬

হা নাথ প্রাণদয়িত ক্বাসি ক্বাসীতি বিহ্বলাম্।
অঙ্কস্থেঽপি প্রিয়ে রাধে কদা ত্বামবলোকয়ে।।৭

অর্থঃ—হে প্রিয়ে শ্রীরাধে! যখন শ্রীকৃষ্ণ আপনার ক্রোড়ে থাকিলেও আপনি বিহ্বলা হইয়া 'হে নাথ! হে প্রাণপ্রিয়! তুমি কোথায়, তুমি কোথায়!' এই প্রকার বলিতে থাকেন; এইরূপ দশায় কবে আমি আপনাকে দর্শন করিব ! ॥৭

সর্ব্বজ্ঞোঽপি পরেশোঽপি মুগ্ধমুগ্ধাতিনীচবৎ।
চাটূনি কুরুতে যস্যাঃ সৈব মে জীবিতেশ্বরী ॥৮

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! 'সর্ব্বজ্ঞেরও সর্বজ্ঞ, পরমেশ্বরেরও পরমেশ্বর' হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ আপনার রূপ-গুণে মুগ্ধ হইয়া দাসের মতো থাকিয়া আপনার সহিত মধুরালাপ করিয়া থাকে; অতএব আপনিই আমার জীবনের ঈশ্বরী।।৮

যস্যাঃ পদরসানন্তকোট্যংশেনাপি নো সমাঃ।
সর্বপ্রেমানন্দরসাঃ সৈব ত্বং স্বামিনী মম ॥৯

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে ! সমস্ত জাগতিক প্রেমানন্দও যাঁহার শ্রীপদকমলের কোটি-অংশেরও সমান হইতে পারে না; সেই আপনিই আমার স্বামিনী ॥৯

হা রাধে প্রাণকোটিভ্যোঽপ্যতিপ্রেষ্ঠপদাম্বুজে।
তব সেবাং বিনা নৈব ক্ষণং জীবিতুমুৎসহে ॥১০

অর্থঃ— হে শ্রীরাধে! কোটি-কোটি প্রাণ হইতেও আপনার শ্রীচরণকমল আমার অত্যন্ত প্রিয়; এজন্য ক্ষণকালও আমি আপনার সেবা বিনা থাকিতে পারিব না ॥১০

সর্বলোকমহাশ্চর্য্যা সুকুমারাঙ্গি তে কথা।
ত্বৎপ্রসাদাদাপ্তরূপা বিনাপ্তা ভজনং ময়া ॥১১

অর্থঃ— হে সুকুমারাঙ্গী শ্রীরাধে! আমি ভজন না করিয়াও আপনার কৃপায় আপনার ত্রিলোকাশ্চর্য্যময়ী লীলাদি কথা পাইয়াছি ॥১১

পতিত্বা ধরণীপৃষ্ঠে গৃহীত্বা দশনৈস্তৃণম্।
তবৈব চরণে দাস্যং যাচে বৃন্দাবনেশ্বরি ॥১২

অর্থঃ—হে বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধে! আমি দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া এবং ধরণীতে নিপতিত হইয়া আপনারই শ্রীচরণে দাস্যভাব যাজ্ঞা করিতেছি।।১২

তবাশ্চর্য্যরসামোদমত্তমত্তাকৃতিং কদা।
কিশোরং শ্যামমালোকে বিভ্রমন্তমিতস্ততঃ ॥১৩

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! শ্রীকৃষ্ণ যখন আপনার অদ্ভুত রসামোদে মত্ত হইয়া অনুক্ষণ ইতস্তত আপনাকে অন্বেষণ করিয়া থাকেন; এমন দশায় কবে আমি তাঁহাকে দর্শন করিব! ॥১৩

কদা তব পদাম্ভোজে নিপতিষ্ণুং মুহুর্মুহুঃ।
কৃষ্ণভৃঙ্গমহং বীক্ষে ত্বদ্রসাসবঘূর্ণিতম্ ॥১৪

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! শ্রীকৃষ্ণ যখন আপনার প্রেমরসসুধা-পানে মত্ত হইয়া ভ্রমরের মতো বারংবার আপনার শ্রীপাদপদ্মে নিপতিত হয়; তখন কবে আমি তাঁহাকে দর্শন পাইব!! ॥১৪

তত্র তত্রাতিমত্তেন কিশোরেণ ধৃতাঞ্চলাম্।
হুঙ্কারগর্ভদৃগ্ভৃঙ্গীং কদা ত্বামবলোকয়ে ॥১৫

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! বিবিধ লীলারসাবেশে আপনি যথায় যথায় গমন করিয়া থাকেন, রসোন্মত্ত শ্রীকৃষ্ণ তথায় তথায় গমন করিয়া আপনার পটাঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করেন এবং আপনি হুঙ্কারের সহিত নেত্রভঙ্গিমা করিয়া থাকেন; এইরূপ অবস্থায় আপনাকে আমি কবে অবলোকন করিব ॥১৫

ভূয়ো ভূয়োঽনুনীতাহং পরমানন্দমূর্তিনা।
প্রসাদং তব পশ্যানি প্রপততা পদাম্বুজে ॥১৬

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! শ্রীকৃষ্ণ নিজ বক্ষে গ্রহণের জন্য আমায় বারবার অনুনয় করিলেও, আমি আপনার শ্রীপদতলে নিপতিতা হইয়া, আপনারই কৃপার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিব ॥১৬

কদা ত্বাং যুক্তিচাতুর্যৈর্লোকধর্মাদিশঙ্কিতাম্।
প্রবোধ্য ঘটয়িষ্যামি মহারসিকমৌলিনা ॥১৭

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য যখন আপনি লোকধর্মাদি হইতে শঙ্কিতা (ভীতা) হয়েন, তখন বিবিধ যুক্তি চতুরতার সহিত শান্ত্বনাদি দ্বারা প্রবোধ দিয়া, কবে আমি সেই মহারসিক শ্রীকৃষ্ণের সহিত আপনার মিলন ঘটাইব! ॥১৭

কদা কান্তং পরিষ্বজ্য সুপ্তায়াঃ কুঞ্জমন্দিরে।
তব সম্বাহয়িষ্যামি সুকুমারং পদাম্বুজম্ ॥১৮

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! আপনি যখন কুঞ্জমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আলিঙ্গিতা হইয়া শয়নে থাকেন; এমন শুভ সময়ে কবে আমি আপনার সুকোমল

পাদযুগলকে সম্বাহন করিব ! ॥১৮

কদা গৃহিত্বা মদ্ধস্তাদ্বরতাম্বুলবীটিকাম্।
প্রিয়াস্যচন্দ্রে দদতীং স্বামিনি ত্বাং বিলোকয়ে ॥১৯

অর্থঃ—হে স্বামিনী শ্রীরাধে! কবে আমার সেই দিন হইবে, যেদিন আপনি আমার হস্ত হইতে রুচিকর-তাম্বুলবীটিকা লইয়া প্রিয়-শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীমুখে অর্পণ করিবেন এবং আমি আপনাকে অবলোকন করিয়া থাকিব! ॥১৯

কদা রতিকলাবেশাৎ কর্ষন্তং তে কুচাঞ্চলম্।
বিলোক্য ত্বৎপ্রিয়ং ব্যাজাৎ স্মিত্বা যাস্যম্যহং বহিঃ ॥২০

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! কবে আমার সেইদিন আসিবে, যেইদিন কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ রতিলীলাবেশে আপনার কুচাঞ্চল আকর্ষণ করিবেন; আমি তাঁহা অবলোকন করিয়া মন্দহাস্য পূর্বক ছল করিয়া কুঞ্জের বহির্ভাগে যাইব ! ॥২০

কদা রসিকরাজেন রম্ভমাণাং মহাদ্ভুতম্।
দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা কুঞ্জরন্ধ্রের্ভবেয়ং রসবিহ্বলঃ ॥২১

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! কবে আমার এমন সুদিন হইবে, যেদিন আমি রসরাজ-প্রাণবল্লভ-শ্রীকৃষ্ণের সহিত মহাদ্ভুতভাবে রমণশীলা আপনাকে কুঞ্জ-রন্ধ্রের দ্বারা নিরীক্ষণ করিয়া রসবিহ্বলা হইব ॥২১

মহামধুরসৎপ্রেমরসসাগরমহোদয়ে।
অহো ত্বন্মায়য়া মূঢ়াস্ত্বদ্দাস্যে নোন্মুখায়নাঃ ॥২২

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! জগতে মহামধুর শুদ্ধপ্রেমের রসসাগর উদয় হইলেও, হায়! হায়! মূঢ়জনেরা আপনার মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া, আপনার দাস্যভাবে উন্মুখ হইতেছে না ॥২২

অহো ত্বচ্চরণাম্ভোজমাধুরীমপি সত্তমাম্।
সর্বজ্ঞা অপি অজ্ঞাত্বা ভ্রাম্যন্ত্যেব বহির্বহিঃ ॥২৩

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! হায়! হায়! লোক সর্বজ্ঞ হইয়াও আপনার শ্রীচরণকমলের উত্তম-মাধুরীকে না জানিয়া, তাঁহারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে ॥২৩

ত্বৎসেবারীতিরাশ্চর্য্যলোকবেদবিলক্ষণা।
তবৈব কৃপয়া লভ্যা কদা সদ্গুরুসঙ্গতঃ ॥২৪

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! আপনার অত্যাশ্চর্য্যময়ী সেবাপরিপাটী লৌকিক এবং বৈদিক বিধি হইতে বিলক্ষণা, যাহা একমাত্র সদগুরুর সঙ্গলাভেই

প্রাপ্ত হয়; সেই সেবা আমি কবে লাভ করিব ! ॥২৪

ত্বমেব স্বপদাম্ভোজ-রসবর্ত্মনি মে মতিম্ ।
নীতবত্যাশু কারুণ্যাৎ পূর্ণাশাং ন করিষ্যে কিম্ ॥২৫

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে ! আপনিই অত্যধিক করুণা দ্বারা নিজের পদকমলে আমার মতিকে আনিয়াছেন । অতঃ আমার আশা কি পূর্ণ হইবে না ! ॥২৫

কদা কৃষ্ণোপভুক্তং ত্বাং সমর্প্য প্রিয়েশ্বরি ।
ত্বদুচ্ছিষ্টামৃতং ভুংক্ত্বা কৃতকৃত্যং পদং লেভে ॥২৬

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! কবে আমি শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ আপনাকে সমর্পণ করিয়া, আপনার উচ্ছিষ্টামৃত ভোজন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইব! ॥২৬

কুঞ্জতল্পসমাসীনলোলকৃষ্ণাঙ্গভূষণৈঃ ।
কদা ত্বাং ভূষয়িষ্যামি নবসঙ্গমভয়ত্রপাম্ ॥২৭

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে ! আপনি নবসঙ্গমের ভয়ে ভীতা হইলে কবে আমি আপনাকে কুঞ্জশয্যায় বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণের ভূষণাবলী দ্বারা বিভূষিতা করিব ! ॥২৭

নিজপাদাম্বুজপ্রেমরসজ্যোতির্ঘনাকৃতিম্ ।
কুরু মাং কিঙ্করীং প্রাণদয়িতে বার্ষভানবি ॥২৮

অর্থঃ—হে বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধে ! আপনিই আমার প্রাণপ্রিয়া, আমাকে আপনি নিজের শ্রীচরণকমলের প্রেমরসজ্যোতির নিবিড়াকৃতিরূপ দাসী করুন ॥২৮

প্রেমামৃতরসানন্দমকরন্দৌঘবর্ষিণি ! ।
কদা পদারবিন্দেঽহং বিন্দে দাস্যং তবেশ্বরি ॥২৯

অর্থঃ—হে প্রেমামৃতরসের বর্ষণকারিণী শ্রীরাধে! আপনিই আমার ঈশ্বরী । আমি কবে আপনার পদারবিন্দের দাস্যভাব লাভ করিব! ॥২৯

ভূত্বাতিসুকুমারাঙ্গী কিশোরী গোপকন্যকা ।
কদাহং লালয়িষ্যামি মৃদুলং তে পদাম্বুজম্ ॥৩০

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! কবে আমি অতি সুকুমারাঙ্গী গোপকন্যা হইয়া আপনার শ্রীচরণকমলের সেবা করিব ! ॥৩০

কদা গোবিন্দসন্দেশবচনামৃতধারয়া ।
পূরয়িষ্যামি তে কর্ণকুহরং হৃদয়েশ্বরি ॥৩১

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! কবে আমি শ্রীগোবিন্দের বার্তারূপ বচনামৃত-ধারার দ্বারা আপনার কর্ণকুহর যুগলকে পূর্ণ করিব! ॥৩১

কদা তদাশ্বাসবাণীশীতলামৃতসেচনৈঃ।
সংজীব্য হরিমুত্তপ্তং লেভে ত্বৎকণ্ঠমালিকাম্ ॥৩২

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! কবে আপনার বিরহে উত্তপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে আপনার সহিত মিলনের আশ্বাসবাণীরূপ শীতলামৃত-সেচনের দ্বারা তাঁহাকে আমি সুস্থ করিব এবং আপনি কৃপা করিয়া আমাকে নিজের কণ্ঠমালা প্রদান করিবেন ॥৩২

কদা ত্বাং তৎসুহৃদ্বেষাং কৃত্বা সংরক্ষিতাং ময়া।
দ্রাগুপেত্য হরিঃ স্মেরঃ করে ধৃত্বাভিরুষ্যতে। ।৩৩

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! এমন দিন আমার কবে হইবে। যেদিন আমি আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়বেশে ভূষিতা করিয়া রাখিব আর শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ মন্দহাস্য পূর্বক আসিয়া আপনার শ্রীহস্ত ধারণ করিলে, আমি তাঁহাকে মিথ্যা-ক্রোধ দেখাইব ॥৩৩

কদা বিহৃত্য কান্তেন কচিদস্মৎপরোক্ষতঃ।
তদ্রুষিতাং সমায়াতাং হসন্তীং ত্বাং বিচক্ষ্মহে ॥৩৪

অর্থঃ—আমাদের অনুপস্থিতিতে শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে হরণ করিলে, আপনি মিথ্যা-ক্রোধান্বিতা হইয়া হাস্য করিতে করিতে আসিবেন; এরূপ আপনাকে আমি কবে দর্শন করিব ! ॥৩৪

মিথ্যৈবাগো বিনির্দেশ্যাং ত্বৎপ্রাণে ব্রজনাগরে।
প্রেমান্ধায়াঃ কদা তেঽহং রসদাং পনয়ে রুষম্। ।৩৫

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! আপনি যখন প্রেমান্ধা হইয়া আপনার নাগর শ্রীকৃষ্ণকে মিথ্যাই অপরাধ আরোপ করেন; কবে আমি আপনার সেই রসস্বরূপ ক্রোধ অপনয়ন অর্থাৎ দূর করিব ! ॥৩৫

বিদগ্ধসুন্দরীবৃন্দ-বরচূড়ামণে কদা।
মহারসনিধে রাধে পদমারাধয়ে তব ॥৩৬

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! আপনি বিদগ্ধ-ব্রজসুন্দরীগেরও চূড়ামণি সম শ্রেষ্ঠা এবং মহারসের সাগর; কবে আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম আরাধনা করিব ! ॥৩৬

হা রাধে স্বামিনি ব্রজকিশোরি দিব্যরূপিণি।
প্রেমৈকরসমগ্নোঽহং ভবেয়ং তব কিঙ্করী ॥৩৭

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! আপনি ব্রজের কিশোরী, আপনার রূপলাবণ্য অলৌকিক, আপনি আমার স্বামিনী; আমি একমাত্র আপনার প্রেমরসে মগ্ন হইয়াছি। আমি কি আপনার দাসী হইতে পারিব ! ॥৩৭

বৈষ্ণবানন্দকোটির্বা ব্রহ্মানন্দকোটয়ঃ।
ময়া তব নখজ্যোতিষ্কণাঃ নির্মঞ্ছনীকৃতাঃ ॥৩৮

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! আমি কোটি-কোটি বৈষ্ণবানন্দ (বিষ্ণুসম্বন্ধীয় আনন্দ) এবং কোটি-কোটি ব্রহ্মানন্দকে আপনার শ্রীনখের জ্যোতিষ্কণায় সমর্পণ করিয়াছি ॥৩৮

সর্বে ধর্ম্মাঃ মমাধর্মাঃ সাধুসর্ব্বমসাধুর্মে।
ন যত্র লভ্যতে রাধে ত্বৎপদাম্বুজমাধুরী ॥৩৯

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! যেস্থানে আপনার শ্রীপাদপদ্মের মাধুরী নেই, সেস্থানে সমস্ত ধর্ম আমার অধর্ম এবং সমস্ত সাধুতা আমার অসাধুতা ॥৩৯

কদা মদান্ধগোবিন্দসুতীক্ষ্ণনখক্ষতৈঃ।
মিথ্যাব্যথানুকারাং ত্বাং হসিস্যামি মুদান্বিতা ॥৪০

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে ! কবে মদান্ধ শ্রীগোবিন্দের অতিতীক্ষ্ণ নখের আঘাতে আপনি মিথ্যাভঙ্গিমা করিয়া ব্যথানুভব করিবেন আর আমি আপনাকে দেখিয়া আনন্দে হাস্য করিব ! ॥৪০

আশ্চর্য্যরসমত্তেন মহানাগরমৌলিনা।
সম্ভুজ্যমানাং ত্বাং বীক্ষ্য কদা স্যাং পুলকান্বিতা।।৪১

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! অদ্ভুতরসে মত্ত হইয়া মহানাগর শ্রীকৃষ্ণ যখন আপনার সহিত রমণ করেন, তখন আপনাকে নিরীক্ষণ করিয়া আমি কবে পুলকান্বিতা হইব ! ৪১

তত্তৎসুরতবৈচিত্রীচতুরং ত্বৎপ্রিয়ং কদা।
তবাঙ্কে বীক্ষ্য খেলন্তং পতেয়ং মূর্ছিতা ভুবি ॥৪২

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! বিবিধ সুরত-লীলাবৈচিত্রীতে চতুর আপনার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে আপনার ক্রোড়ে ক্রীড়ারত দেখিয়া আমি কবে ভূমিতে মূর্ছিতা হইব! ॥৪২

কিং করোমি ক্ব ধাবামি কস্য পাদে লুঠাম্যহম্।
কথং বা লভ্যতে রাধে তব দাস্যরসোৎসবম্ ॥৪৩

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! কি করিব ? কোথায় যাইব ? কাহার পদে লুণ্ঠিত হইব ? কি প্রকারেই বা আপনার দাস্যরসের আনন্দ পাইব ? ॥৪৩

বৈকুণ্ঠাদিপদং কাম্যময়ি তুচ্ছং মতং মম।
ন যত্র ত্বামহং বীক্ষে বৃন্দারণ্যবিলাসিনি ॥৪৪

অর্থঃ—অয়ি শ্রীরাধে ! বৈকুণ্ঠাদিপদকে আমি তুচ্ছ মনে করি, যেখানে

আমি আপনার শ্রীবৃন্দাবনের লীলাবিলাস দেখিতে পাই না। ।৪৪

চুম্বমানাং শ্লিষ্যমানাং পীয়মানাধরাং মুহুঃ।
কদা ত্বাং বীক্ষ্য কান্তেন মগ্না স্যাং রসসাগরে ॥৪৫

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে ! প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ আপনার অধরসুধা পানের জন্য আপনাকে চুম্বন এবং আলিঙ্গন করিলে, আমি তাহা ঈক্ষণ করিয়া কবে রস-সাগরে নিমগ্না হইব ! ॥৪৫

গাঢ়ং ত্বচ্চরণাম্ভোজবদ্ধপ্রেমাহমীশ্বরি।
কদা রতিরসং সান্দ্রং সর্বমাস্বাদয়ে তব ॥৪৬

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে ! আপনার শ্রীচরণকমলে গাঢ় প্রেমবদ্ধা হইয়া কবে আমি আপনার সমস্ত রতিরসকে আস্বাদন করিব ! ॥৪৬

শ্রীরাধে ত্বৎপদাম্ভোজপরাগপরিরঞ্জিতে।
বৃন্দারণ্যে রসময়ে দেহি নিশ্চলাং রতিম্। ।৪৭

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! আপনার শ্রীপাদ-পদ্মের পরাগ দ্বারা পরিরঞ্জিত রসময় শ্রীবৃন্দাবনে আমায় নিশ্চলা রতি প্রদান করুন। ।৪৮

যতন্তঃ কৃতিনো যজ্ঞতপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ।
অহং ত্বচ্চরণাম্ভোজরেণোরেবাশয়া স্থিতঃ ॥৪৮

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! সুকৃতিজনেরা যজ্ঞ-তপঃ-স্বাধ্যায় দ্বারা আপনার উপাসনা করুক, আমি কিন্তু আপনার শ্রীপাদপদ্মের রেণুর আশায় রহিয়াছি ॥৪৮

ন ত্বং বৈকুণ্ঠলোকেঽপি ন বা তে রসদঃ প্রিয়ঃ।
বৃন্দাবনাদৃতে তস্মাৎ তদেবাহং সমাশ্রিতঃ ॥৪৯

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে ! আপনি বৃন্দাবন ব্যাতীত শ্রীবৈকুণ্ঠেও থাকেন না, না তো আপনার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ থাকেন; এজন্য আমি শ্রীবৃন্দাবনকেই আশ্রয় করিলাম ॥৪৯

সর্বানন্দময়াকারেষ্বপি বৃন্দাবনপ্রভোঃ।
রাধে ত্বদ্রসমত্তৈব মূর্তির্মে রোচতে পরম্। ।৫০

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! বৃন্দাবনেশ্বর প্রভু শ্রীকৃষ্ণের সর্বানন্দময় বহু শ্রীমূর্তি আছে, কিন্তু যেই শ্রীমূর্তি আপনার রসে মত্ত, শ্রীকৃষ্ণের সেই মূর্তিই আমার রুচি উৎপাদন করে। ।৫০

নিত্যোন্মাদরসপ্রেমবিলাসমধুরাকৃতিম্।
ত্বদ্দাস্যেন বিনাদৃশ্যং স্বপ্রিয়ং প্রেমৃণা দর্শয়। ।৫১

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে ! আপনাতে দাস্যভাব বিনা শ্রীকৃষ্ণের দর্শন হয় না, আপনি আমাকে কৃপাপূর্বক সেই সদা মদনোন্মত্ত প্রেমবিলাস-পরায়ণ মধুরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করান। ।৫১

পিতৃমাতৃসুহৃদ্বন্ধুমুক্তানামপ্যগোচরম্।
কদা তে প্রিয়মাশ্চর্য্যরসমূর্ত্তিং বিলোকয়ে ॥৫২

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে ! যাহা পিতা-মাতা-বন্ধু এবং মুক্তগণেরও অগোচর, সেই অদ্ভুতরস-মূর্তি আপনার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে আমি কবে দর্শন করিব ! ॥৫২

তত্তল্লোকচমৎকারী তত্তৎসুখময়াকৃতিঃ।
সর্বসাররসাঙ্গশ্রীঃ কদা তে দৃশ্যতে প্রিয়ঃ। ।৫৩

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! যিনি ত্রিভুবনের চমৎকারী, যিনি ত্রিভুবনের সুখময়াকৃতি; সেই সর্বরসের সার শ্রীঅঙ্গযুক্ত আপনার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে কবে আমি দর্শন করিব ! ॥৫৩

বৃন্দাবননিকুঞ্জেষু নিত্যলীলাবিনোদিনম্।
ত্বদেকনিরতং নিত্যং কদা বীক্ষে প্রিয়ং তব ॥৫৪

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে ! শ্রীবৃন্দাবনের নিকুঞ্জসমূহে নিত্য লীলাবিনোদকারী এবং সর্বদা আপনাতেই একমাত্র আসক্ত; আপনার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে কবে আমি দর্শন করিব ! ॥৫৪

অনন্তানন্দরূপং তে প্রিয়ং ত্বন্ময়জীবনম্।
বিকল্পিতগতিং মূঢ়ৈঃ সদাহং দ্রষ্টুমুৎসহে ॥৫৫

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! যিনি অনন্ত অনন্ত আনন্দের স্বরূপ, যিনি আপনাকেই নিজ-জীবন মনে করেন এবং যিনি মূঢ়জনের দ্বারা অপ্রাপ্য; আপনার সেই প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনের জন্য আমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছি ॥৫৫

যস্যানন্দরসাংশাংশমুপজীবতি সর্বতঃ।
তত্তদাকারলীলাত্তং দিদৃক্ষে তৎপ্রিয়ং রহঃ ॥৫৬

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে ! যাঁহার আনন্দরসের অংশের অংশও সমস্ত জগৎকে উপজীবিত করে; সেই বহু লীলাপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে কবে আপনার নিভৃতনিকুঞ্জে দর্শন করিব ! ॥৫৬

যদ্যপ্যানন্দসাম্রাজ্যং সর্বং লীলাকৃতিষ্বপি।
তথাপি লেশমাত্রং তৎ ত্বদ্বক্ষোরূহভূষণে ॥৫৭

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে ! যদ্যপি আপনার সমস্ত লীলাকৃতিতে আনন্দসাম্রাজ্য রহিয়াছে, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আপনার বক্ষোরূহ-রূপ ভূষণের

তুলনায় সেই আনন্দসাম্রাজ্য লেশ মাত্রই অর্থাৎ আপনার বক্ষরাই শ্রীকৃষ্ণের সর্বস্ব ॥৫৭

অযোগ্যেঽপি বিমূঢ়েঽপি ময়ি সর্ব্বাধমেঽপি চ।
অনন্তাশ্চর্য্যকরুণে নৈবোপেক্ষিতুমর্হসি ॥৫৮

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে ! আপনি অনন্তকরুণাময়ী। আমি অযোগ্যা, বিমূঢ়া এবং অধমা হইলেও আমায় আপনি উপেক্ষা করিবেন না ॥৫৮

লোকবেদপথং ত্যক্ত্বা তবৈব চরণাম্বুজম্।
গতোঽস্মি শরণং রাধে ন মাং ত্যক্তুমিহার্হসি ॥৫৯

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! আমি সমস্ত লৌকিক এবং বৈদিক বিধিকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার শ্রীচরণে শরণাপন্ন হইয়াছি, আপনি আমায় ত্যাগ করিবেন না, এই আমার প্রার্থনা ॥৫৯

অস্তু বা মাস্তু রাধে কোটিজন্মান্তরেঽপি মে।
ত্বৎপদাম্বুরূপহে দাস্যমাশা ত্বাবশ্যকী মম ॥৬০

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! আপনার শ্রীপাদপদ্মে কোটি-কোটি জন্মান্তরেও দাস্যতা থাক বা নাই থাক, কিন্তু এই জন্মে আমার দাস্যতা পরমাবশ্যক ॥৬০

সর্বার্থ-সার-সারৈক-নখ-চন্দ্র-সুধা তব।
কথং ত্বচ্চরণাম্ভোজসেবাশাং ত্যক্তুমুৎসহে ॥৬১

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! আপনার নখচন্দ্রের সুধা সমস্ত সার-অর্থেরও সারস্বরূপ; আমি কি প্রকারে আপনার শ্রীচরণকমলের সেবার আশাকে পরিত্যাগ করিতে পারি ! ॥৬১

লৌকিকে বৈদিকে বাপি বিরুদ্ধাশক্তমানসম্।
ত্বৎপদৈকরসে মত্তঃ কিমপ্যন্যং ন পশ্যতি ॥৬২

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে ! একমাত্র আপনার শ্রীপাদপদ্ম-রসেই আমি উন্মত্ত, লৌকিক এবং বৈদিক বিরুদ্ধ আসক্তিযুক্ত কোন কিছুকেই আমার দৃষ্টি দেখিতে পাইতেছে না ॥৬২

অনাথং পতিতং মূঢ়ং ত্বদেকপদজীবনম্।
কৃপাস্নিগ্ধাবলোকেন পশ্য বৃন্দাবনেশ্বরি ॥৬৩

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে ! আপনি শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী। আমি অনাথ, পতিত এবং মূঢ়। আপনার শ্রীচরণই আমার একমাত্র জীবন। আপনি কৃপাস্নিগ্ধদৃষ্টি দ্বারা আমাকে দেখুন ॥৬৩

স্বামিন্যতিরসাশ্চর্য্যমূর্ত্তে স্বস্য প্রিয়স্য চ।
রহঃ শুশ্রূষণে যোগ্যং মম দেহি পরং বপুঃ ॥৬৪

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে ! আপনি অতি অদ্ভুতরস-মূর্ত্তিস্বরূপা । আপনার এবং আপনার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নিকুঞ্জে নিভৃতসেবা করিবার যোগ্য শরীর আমাকে প্রদান করুন ॥৬৪

ব্রহ্মেশনারদাদীনাং যত্রাশাপি সুদুস্তরা।
তব কৈঙ্কর্য্যপদবীং কাময়ন্তং ধিগস্তু মাম্ ॥৬৫

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! যেই কিঙ্করীপদ ব্রহ্মা, শিব এবং নারদাদি দেবগণও আশা করিতে পারে না, আমি ক্ষুদ্র হইয়াও সেই পদাধিকারী হইতে কামনা করিতেছি। অতএব নিজেকে ধিক্ ! ॥৬৫

রাধে ত্বদ্দাস্যপদবীং সর্বভক্তৈশ্চ দুর্গমাম্।
তত্রাপি বত নির্লজ্জো দুস্প্রত্যাশাং করোম্যহম্ ॥৬৬

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! আপনার দাস্যপদ প্রাপ্ত হওয়া সমস্ত ভক্তগণেরও দুর্গম। তথাপি আমি নির্লজ্জ হইয়া এই অসম্ভব প্রত্যাশা করিতেছি ॥৬৬

অত্যসম্ভাবিতেঽপ্যর্থে দুরাশা মে যয়ার্পিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ তস্যৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥৬৭

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! আমি যাঁহার দ্বারা এই দুরাশা প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই গুরুমঞ্জরীকে এবং আপনাকে বারংবার প্রণতি জানাই ॥৬৭

সর্বং ময়া দয়াতীতে সর্বে সাধকবৈভবে।
কিমশক্যং তবাপ্যস্তি নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥৬৮

অর্থঃ—হে শ্রীরাধে! আপনি অত্যন্ত দয়াময়ী এবং সাধকগণের বৈভবস্বরূপা, আপনার অসামর্থ্য কিছুই নাই; অতএব আপনাকে বারবার নমস্কার ॥৬৮

যশ্চানেনেশ্বরীরাধাং স্তবেন স্তৌতি ভাবতঃ।
স তস্যা উন্মদরসং প্রসাদং লভতেঽচিরাৎ ॥৬৯

অর্থঃ—যিনি এই স্তবের দ্বারা শ্রীমতী রাধারাণীর স্তব করিবেন, তিনি শীঘ্রই তাঁহার মহানন্দরসরূপ প্রসাদ লাভ করিবেন ॥৬৯

ইতি শ্রীশ্রীপ্রবোধিনন্দসরস্বতীপাদ বিরচিতং
বৃন্দারণ্যবিলাসিনীশ্রীরাধিকাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

উপোদ্ঘাৎ

কবিকুলচক্রবর্ত্তী শ্রীজয়দেবগোস্বামীর পাবন বংশে ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে রাবী নদীতটস্থ লাহৌরে বৈশাখী শুক্লা একাদশীতে শ্রীরামরায়গোস্বামীর জন্ম হয়। পিতা শ্রীগুরুগোপালজী ও মাতা শ্রীযশোমতীজী। তিনি ১২বৎসর বয়সে পরিজনদিগকে পরিত্যাগ করতঃ শ্রীধামবৃন্দাবনে আগমনের সময় প্রভু নিত্যানন্দের দর্শন পান। প্রথম দর্শনেই তিনি প্রভু নিত্যানন্দের চরণে তনু-মন উৎসর্গ করেন। যোগ্য আধার দেখে প্রভু নিত্যানন্দ তাঁহাকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করে কৃতার্থ করেন। অতঃপর প্রভু নিত্যানন্দের আদেশে শ্রীধামবৃন্দাবনে আগমন করে সেখানেই তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। তৎকৃতগ্রন্থাবলী—১) গৌরবিনোদিনীবৃত্তিঃ, ২) শিক্ষাষ্টকভাষ্যম্, ৩) গৌরগীতা, ৪) আদিবাণী, ৫) গীতগোবিন্দের ব্রজভাষাপদ্যানুবাদ ইত্যাদি। তাঁহার লঘুভ্রাতা শ্রীচন্দ্রগোপালগোস্বামী ব্রহ্মসূত্রের "শ্রীরাধামাধবভাষ্যম্" রচনা করেন। ইঁহার পৌত্র শ্রীব্রহ্মগোপালগোস্বামী ব্রজভাষায় 'শ্রীহরিলীলা' লিখেন। ইহার পুত্র শ্রীচুন্নীলাল গোস্বামীর গৃহে শ্রীদেবকীদেবীর গর্ভে এই গ্রন্থের লেখক শ্রীনন্দকিশোরচন্দ্রগোস্বামী শ্রীধামবৃন্দাবনে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১) শুকদূতমহাকাব্যম্, ২) গৌরপ্রেমোল্লাসকাব্যম্, ৩) গোবিন্দগুণার্ণবনাটকম্, ৪) রাধাবিহারচম্পূঃ, ৫) ভাগবতদর্পণকাব্যম্, ৬) রাসপঞ্চাধ্যায়ী (শিখরিণীছন্দে), ৭) দ্বাদশমাসঃ, ৮) বারহখড়ী (হিন্দী), ৯) বারহবাস (হিন্দী), ১০) ভাগবতব্যাখ্যা (হিন্দী), ১১) গোবিন্দাষ্টকম্, ১২) যমুনাষ্টকম্ প্রভৃতি গ্রন্থ লিখে মাত্র ৩২ বৎসর পরমায়ুকালেই তিনি পরলোকগমন করেন। কাশীর সমস্ত পণ্ডিতগণ তাঁহার বিদ্বত্তা অবলোকন করে একটি শ্লোক লিখে তাঁহাকে প্রদান করেন। যথা—

বিদ্যয়া বপুষা বাচা বস্ত্রেণ বিভবেন চ।
বকারৈঃ পঞ্চভির্ব্রহ্মন্ শোভতে ভগবান্ ভবান্।।

একদিন রাসলীলার শ্লোক বর্ণন করতে করতে তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। তারপর তিনি এই অসার সংসার পরিত্যাগ করে ভাদ্রী কৃষ্ণা দশমীতে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে নিত্য নিকুঞ্জলীলায় প্রবেশ করেন। এই গ্রন্থখানি প্রথমে শ্রীবৃন্দাবনীয় মহাকবি শ্রীবনমালীদাস শাস্ত্রী হিন্দী অনুবাদের সহিত প্রকাশ করেছিলেন, সেই অনুবাদের সহায়তায় কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে শ্রীধামবৃন্দাবন নিবাসী শ্রীবৃন্দাবনদাসজী বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেছেন। গ্রন্থখানি ভক্তবৃন্দকে 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে'র সমানই আনন্দপ্রদান করবে। অপি তু এইটি বিবিধ অলঙ্কারমণ্ডিত কাব্য হওয়ায় আলঙ্কারিকগণকেও সুখী করবে। এতদ্ব্যতীত শুকদূতমহাকাব্যম্, গোবিন্দাষ্টক, যমুনাষ্টক, বারহখড়ী (হিন্দী), বারহমাস (হিন্দী) গ্রন্থসমূহ পরমশ্রদ্ধেয় পূজ্য বাবা শ্রীকৃষ্ণদাসজী প্রকাশন করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, লেখকের অন্যান্য গ্রন্থাবলী এখনও দৃষ্ট হয় না।

পরিশেষে শ্রীগুরু শ্রীব্রজরাখালদাসজী ও বেশাশ্রয় প্রদাতা শ্রীশ্রীজীবশরণদাসজীর অহৈতুকি অনুগ্রহে এই দুরূহ কার্য সম্পন্ন হচ্ছেন, তা প্রাণে প্রাণে অনুভব করছি। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু ভুল-ত্রুটি রয়েই গেল। মার্জনাপূর্বক সুধি পাঠকগণ গ্রন্থ রস আস্বাদন করবেন। এই গ্রন্থ পাঠে ভক্তগণ যৎকিঞ্চিৎ উপকৃত হইলেও নিজেকে ধন্য মনে করব। অলমতিবিস্তরেন।।

— দীন প্রকাশক

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গৌ বিজয়েততাম্

শ্রীশ্রীগৌরপ্রেমোল্লাসকাব্যম্।

(ইতস্ত্রয়োবিংশতিশ্লোকেষু শার্দুলবিক্রীড়িতম্)

সদ্বৃন্দাবনসন্তত-প্রণয়তঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায়তে
নিত্যং যঃ খরদূষণ-প্রহরণাৎ শ্রীরামচন্দ্রায়তে।
প্রহ্লাদোদিতবৈভবেন বপুষা যঃ শ্রীনৃসিংহায়তে
তস্মৈ কেলিরসার্ণবায় চ নমঃ শ্রীগৌরচন্দ্রায় তে ॥১

গ্রন্থের প্রারম্ভে কবি নিজ ইষ্টদেবের নমস্কারাত্মক বন্দনা করিতেছেন— বৃন্দাবনের শ্রীগোপীগণের স্মরণে নিরন্তর প্রেমবশতঃ যিনি শ্রীকৃষ্ণের সদৃশ আচরণ করেন, ভক্তগণের খররূপ বাধাসমূহকে অথবা খর-দূষণ রাক্ষসকে বধের আবেশে যিনি শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় আচরণ করেন, ভক্তবর্য্য শ্রীপ্রহ্লাদকে রক্ষার বৈভব স্মরণে যিনি শ্রীনৃসিংহদেবের মত আচরণ করেন; সেই রসকেলিসিন্ধু শ্রীগৌরচন্দ্রকে নমস্কার করি ॥১

পূর্বাশাং সমলঙ্করোতি মহসা শ্রীকণ্ঠশোভঃ সদা
রাধাভাবসমন্বিতঃ সুখকরঃ সন্মণ্ডলপ্রীতিদঃ।
রামানন্দমহোৎসবো বিজয়তে গৌরাঙ্গচন্দ্রঃ সদা
আরূঢ়ো দ্বিজরাজরাজপদবীং কান্ত্যুল্লসত্তারকঃ ॥২

অতঃপর কবি স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শোভা নিরূপণ করিতেছেন— শ্রীকণ্ঠের শোভারূপ তেজের দ্বারা যিনি পূর্বদিককে শোভিত করিয়াছেন অথবা পূর্ব পূর্ব শ্রীঅদ্বৈতাদি ভক্তগণের আশাকে যিনি পূর্ণ করিয়াছেন, যিনি সদা রাধাভাবাবলীদ্বারা ভূষিত থাকেন, যিনি ভক্তবৃন্দকে প্রীতি প্রদান করেন, যিনি দ্বিজরাজপদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং নিজের কান্তিদ্বারা জগৎকে উদ্ধার করেন; সেই শ্রীগৌরচন্দ্র জয় যুক্ত হউন ॥২

প্রেমোদগারমিবাশ্রুভির্বিগলিতৈর্ভূয়োঽহবনায়োদ্যতৈঃ
সিঞ্চন্ ভক্তিলতাঙ্কুরং কলিযুগপ্রারম্ভতো জর্জরম্।
লোকে পল্লবিতং চকার কৃপয়া সংকল্পকল্পদ্রুম-
শ্চিত্তং কস্য বশীকরোতি ন সখে স শ্রীশচীনন্দনঃ ॥৩

কবি এখন মহাপ্রভুর বিশেষতা বর্ণন করিতেছেন— কলিযুগের প্রারম্ভে জর্জরিত ভক্তিলতাঙ্কুরকে যিনি কৃপা করিয়া প্রেমতরঙ্গের অশ্রুধারা দ্বারা সিঞ্চিত করিয়া জগতে পুনঃ পল্লবিত অর্থাৎ অঙ্কুরিত করিয়াছেন;

হে সখে মন! এমন গুণবিশিষ্ট ভক্তের সংকল্পপূরক শ্রীশচীনন্দন কাঁহার চিত্তকে না হরণ করেন? অর্থাৎ সকলের চিত্তকে হরণ করেন ॥৩

যাচে নৈব পুলোমজাপতিপদং নো সার্বভৌমং সুখং
নো কৈলাসবিলাসমপ্যবিরতং বৈকুণ্ঠবাসং ন বা।
কৈবল্যং ন চ নৈব সিদ্ধিপদবীং ন ব্রহ্মলোকেশতাং
ভূয়াজ্জন্মনি জন্মনি প্রতিপদং চেদ্গৌরপাদে রতিঃ ॥৪

কবি নিজের অনন্য নিষ্ঠতা জ্ঞাপন করিতেছেন—আমি ইন্দ্রপদ যাচ্ঞা করি না, সার্বভৌমসুখও কামনা করি না এবং কৈলাসে বাসও প্রার্থনা করি না, এমন কি বৈকুণ্ঠবাসেরও অভিলাষ করি না, কৈবল্যমুক্তি, সিদ্ধিপদ ও ব্রহ্মপদাদিও আশা করি না, আমি প্রতিজন্মে একমাত্র শ্রীশ্রীগৌরচরণে রতি চাই ॥৪

সঙ্গঃ স্যাদ্ যদি তর্হি গৌরচরণাম্ভোজৈকবদ্ধস্পৃহৈঃ
প্রীতিঃ স্যাদ্ যদি তর্হি গৌরচরণে সংকল্পকল্পদ্রুমে।
বাসঃ স্যাদ্ যদি তর্হি কুত্র সততং চৈতন্যদেবালয়ে
জন্ম স্যাদ্ যদি তদ্ধ্রুবং কিমপরং চৈতন্যসেবাস্পদম্ ॥৫

পুনরায় কবি অনন্য নিষ্ঠতা জ্ঞাপন করিতেছেন— যদি সঙ্গ লাভ হয় তবে শ্রীগৌরাঙ্গচরণানুরাগীজনের সাথেই হউক, যদি প্রীতি হয় তবে সঙ্কল্পপূরক শ্রীগৌরপদেই হউক, যদি বাস হয় তবে সততই শ্রীচৈতন্যদেবালয়েই হউক, যদি পুনর্জন্মও লাভ হয়, তবে শ্রীচৈতন্যের সেবাই যেন প্রাপ্তি হয় ॥৫

নানাশাস্ত্রপুরাণপারপদবী বুদ্ধ্যা সমালোড়িতা
বেদান্তা অপি শীলিতাঃ প্রতিদিনং যোগেহপি যোগঃ কৃতঃ।
বাদব্যাধিহরাঃ পরাবধিমিতাস্তে পণ্ডিতাঃ সেবিতা-
শ্চিত্তং ক্বাপি ন মে স্থিরত্বমগমচ্চৈতন্যপাদং বিনা ॥৬

অনন্তর কবি অধৈর্য্য হইয়া নিজের বিগত কালের ব্যর্থতা জ্ঞাপন করিতেছেন—আমি সুষ্ঠু বুদ্ধি দ্বারা সর্বশাস্ত্র এবং পুরাণসমূহও আদ্যোপান্ত দেখিয়াছি, বেদবেদান্তও অনুশীলন করিয়াছি, প্রতিদিন যোগও করিয়াছি এবং যুক্তিতর্করূপ বিবাদ-ব্যাধীকে নষ্টকারী অনেক পণ্ডিতেরও সেবা করিয়াছি ; কিন্তু আমার চিত্ত শ্রীচৈতন্যচরণ বিনা কোথাও স্থির হইল না ॥৬

কালব্যালভয়েন হন্ত জগতি ভ্রান্তং ময়া সর্বতো
ব্রহ্মাদ্যাঃ সমুপাসিতা অপি পরং কৈর্নাপ্যহং রক্ষিতঃ।

ত্যক্ত্বা তৎসকলং ময়াদ্য ভবতঃ পাদৌ সমালিঙ্গিতৌ
ত্বং চেন্নৈব কৃপাং করোষি তদহো নির্বীরমুর্বীতলম্ ॥৭

অন্যান্য দেবতা হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুই যে পরম দয়ালু তাহাই কবি মহাপ্রভুর সমীপে নিবেদন করিতেছেন— অহো কালসর্পের ভয়ে ত্রিলোকে ব্রহ্মাদিদেবগণের উপাসনা করিয়াছি। কিন্তু কেহই আমার রক্ষা করেন নাই, হে শ্রীচৈতন্যদেব! ইঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমি আপনার পাদযুগলকে আলিঙ্গন করিয়াছি অর্থাৎ আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আপনি যদি দয়া না করেন, তবে আমার উদ্ধারের জন্য আর কেহ বলবান নাই ॥৭

আনন্দেন পরিপ্লুতা ইব দিশো বিশ্বং সমস্তং তথা
স্নাতং প্রেমপয়োনিধাবিব রসাধারা ধরা দৃশ্যতে।
উন্মত্তা ইব মানুষা জননি হে কিং কারণং তদ্বদ
ত্বং জানাসি ন বাল্যমুগ্ধহৃদয়ে ! গৌরোঽধুনা নৃত্যতি ॥৮

মহাপ্রভুর আবির্ভাবে জগতের উল্লাস বর্ণন করিতেছেন— 'এক বালিকা নিজের মাতাকে বলিতেছেন— মাতঃ! সকলদিক ও সমস্তবিশ্ব আনন্দে মগ্ন হইতেছে। মনে হয়, প্রেমসমুদ্রে স্নান করিয়াছে, ভূমিকেও প্রেমরসের আধার মনে হইতেছে এবং সকল লোক প্রেমোন্মত্ত হইতেছেন। ইহার কারণ কী ? তদুত্তরে মাতা বলিতেছেন-- বালিকে ! তুমি এখনও বাল্যমুগ্ধা, এজন্য তুমি জানো না যে, শ্রীগৌরাঙ্গদেব অধুনা নৃত্য করিতেছেন, তাঁহারই এই প্রভাব' ॥৮

রোমাঞ্চং স্ফুটমঞ্চতে তরুগণো মন্দাকিনী মন্দতা-
মালেখ্যার্পিতবিগ্রহা ইব সুরাঃ প্রেমাশ্রুপূরং দধুঃ।
কর্ণোন্নত্যমহো বিধায় হরিণাঃ কুঞ্জেষু তস্থুশ্চিরং
গৌরে গায়তি সুস্বরেণ মধুরাং কণ্ঠেন কীর্তিং হরেঃ ॥৯

কবি এখন মহাপ্রভুর স্থাবর-জঙ্গমাদি সকলকে প্রেমদান লীলার উপস্থাপনা করিতেছেন— শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর সুমধুর গান এবং নৃত্যের সময় তরুগণ রোমাঞ্চিত হইতেছে, গঙ্গার গতি ধীর হইতেছে, দেবতাগণ চিত্রের মতো দণ্ডায়মান হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন এবং হরিণসমূহও স্থির হইয়া রহিয়াছে ॥৯

সৌন্দর্যেন সুরাঙ্গনাঃ সুরগণা লীলারসেনামুনা
মাধুর্যেন চ বান্ধবা হরিকথাস্বাদেন ভক্তা হরেঃ।
স্বর্বাসেন চ পাপিনোঽপি নিতরাং বৈরাগ্যতো যোগিনঃ

শ্রীমদ্গৌরমহাপ্রভোঃ করুণয়া কে কে ন সন্তর্পিতাঃ ॥১০

মহাপ্রভুর কৃপায় কে কি প্রকারে তৃপ্ত হইয়াছেন, কবি তাহাই বলিতেছেন— শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর করুণায় সৌন্দর্য্যের দ্বারা সুরাঙ্গনাগণ, লীলারসের দ্বারা দেবগণ, মাধুর্য্যের দ্বারা বন্ধুগণ, হরিকথার দ্বারা ভক্তগণ, স্বর্গবাসের দ্বারা পাপীগণ এবং বৈরাগ্যের দ্বারা যোগীজন তৃপ্ত হইয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভুর করুণাকটাক্ষে কে কে তৃপ্ত হয় নি? অপি তু সকলেই হইয়াছেন ॥১০

ত্যক্ত্বা মিত্রকলত্রপুত্রসহিতং সর্ব্বং জগদ্বৈভবং
লোকা হন্ত বিরক্তভক্তপদবীং নিত্যং ভজন্তে কথম্।
ইত্থং যঃ কুতুকেন তান্ রসয়িতুং ভক্তাবতারোঽভব-
ল্লোকাতীতগুণোদয়ো বিজয়তে স শ্রীশচীনন্দনঃ ॥১১

মহাপ্রভুর অবতার কেন হইয়াছে, তাহাই বলিতেছেন—মিত্র, পুত্র, কলত্র, প্রভৃতি সম্পূর্ণ জগতের বৈভবকে ত্যাগ করিয়া লোকেরা বিরক্তভক্তের অনুগামী কেন হয়? ইহাই সাধারণমানুষকে অনুভব করাইবার জন্যই যিনি ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই শ্রীশ্রীশচীনন্দনের জয় হউক ॥১১

যো যং ধ্যায়তি তস্য রূপসমতাং প্রাপ্নোতি সত্যং বচঃ
কীটোঽপি ভ্রমরীং ভজন্ ভয়যুতঃ সাম্যং তদীয়ং গতঃ।
তচ্ছঙ্কে ব্রজখঞ্জরীটনয়নাং হেমাম্বুজাভপ্রভাং
ধ্যায়ন্ হন্ত নিরন্তরং ব্রজপতিঃ শ্যামোঽপি গৌরোঽভবৎ ॥১২

কবি মহাপ্রভুর গৌরবর্ণের হেতু প্রকাশ করিতেছেন— 'যে যাহা নিরন্তর ভাবেন, সে তাহাই প্রাপ্ত করে' এই শাস্ত্রীয়বাণী সত্যই; কারণ, সামান্য কীটও ভ্রমরীকে ধ্যান করিতে করিতে ভ্রমরী হয়ে যায়। অতএব আমরা মনে করি, শ্রীব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণও খঞ্জননয়না এবং হেমাম্বুজের মতো প্রভাশালী শ্রীরাধিকাকে নিরন্তর স্মরণ করিতে করিতে গৌরাঙ্গ হইয়া গিয়াছেন ॥১২

ত্বাং সন্ন্যাসগতং বিলোক্য ভগবন্ সন্ন্যাসমাপ্তঃ কলিঃ
ক্রূরাং স্বাং প্রকৃতিং বিহায় তদহং শঙ্কে স্বচাতুর্য্যতঃ।
নোচেৎ সাধুতয়া সহ প্রতিদিনং ধর্ম্মস্য বৃদ্ধিঃ কথং
লোভক্রোধপরাভবানৃতগণো নাস্মিন্ কলৌ লক্ষ্যতে ॥১৩

মহাপ্রভুর আবির্ভাবে কলিরাজের প্রভাবশূন্যতা উট্টঙ্কন করিতেছেন— হে প্রভু! আমি মনে করি, আপনার সন্ন্যাস দেখিয়া কলিও নিজের

ক্রুরস্বভাবকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছে। অন্যথা সাধুতার সহিত ধর্মের বৃদ্ধি কিরূপে হয়? এই কলিতে লোভ, ক্রোধ অন্যের প্রতি তিরস্কারাদিও দেখা যাইতেছে না ॥১৩

তাবৎ পাপরতির্ভবেৎ তদবধি ক্রোধানৃতোপদ্রব-
স্তাবৎ কালপরাভবাদপি ভয়ং তাবচ্চ মায়াবলম্।
মোহঃ পুত্রকলত্রমিত্রভবনে তাবদ্ ভবেদ্ দুষ্টতা
যাবদ্গৌরমহাপ্রভোঃ ক্ষণমপি স্যান্নৈব সঙ্গো জনৈঃ ॥১৪

কবি মহাপ্রভুর ভক্তগণের উৎকর্ষ বলিতেছেন—ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পাপকর্মে রত থাকে, ক্রোধ-মিথ্যাভাষণাদি করে, কালসর্পের ভয় থাকে, মায়ার বলও তাবৎকাল থাকে এবং পুত্র, কলত্র, ভবনাদিতে মোহ থাকে; যাবৎ শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর ভক্তগণের সহিত সঙ্গ না হয় ॥১৪

লীলাপাঙ্গতরঙ্গিতা যুবতয়োঽপ্যালিঙ্গিতাঃ কিং তত-
শ্চঞ্চচ্চামরচারুমারুতসুখং যৎসেবিতং কিং ততঃ।
নিত্যং মত্তমতঙ্গজেন্দ্রতুরঙ্গৈর্যদ্বাহ্যতে কিং ততঃ
শ্রীমদ্গৌরপদারবিন্দমধুপৈঃ সম্বন্ধগন্ধো ন চেৎ ॥১৫

মহাপ্রভুর ভক্তগণের সম্বন্ধ বিনা সমস্ত সুখই ব্যর্থ, তাহাই কবি নির্ণয় করিতেছেন—মধুরভঙ্গিমাময়ী কটাক্ষবতী যুবতীগণকে আলিঙ্গন করিয়াই বা কী লাভ? নিরন্তর চামরের বাতাসেই বা কী সুখ? প্রতিদিন মদমত্ত হাতি-ঘোড়ার বাহনেই বা কী আনন্দ? যদি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীচরণকমলের রসিকভক্তভ্রমরগণের সহিত সম্বন্ধের গন্ধ না থাকে !!১৫

রে পাণ্ডিত্যবিতর্ককর্কশধিয়ঃ শ্রাব্যং মদীয়ং বচঃ
নানা-বাদবিবাদ-মাদকরসৈঃ কালো বৃথা নীয়তে।
বাঞ্ছা চেদ্ভবতাং মুরাসুররিপোর্লীলারসাস্বাদনে
শ্রীমদ্গৌরপদারবিন্দযুগলং নিত্যং তদা সেব্যতাম্ ॥১৬

কবি মহাপ্রভুর সেবা ব্যতীত অন্য অভ্যাসাদিতে নিরতজনের প্রতি আক্ষেপ করিতেছেন—হে পাণ্ডিত্যগর্বী শুষ্কতার্কিক কর্কশবুদ্ধি সম্পন্ন পণ্ডিতগণ ! আমার বচন শ্রবণ করুন—বিবিধ বাদ-বিবাদময় মাদকরসে কেন সময় অতিবাহিত করিতেছেন। যদি মুরারি শ্রীকৃষ্ণের লীলা-রসাস্বাদন করিতে ইচ্ছা থাকে প্রতিদিন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর চরণকমলের নিত্য সেবা করুন ॥১৬

কেচিৎ ত্বদ্গুণগানতঃ স্মরণতঃ কেচিন্মহাপাপিনঃ
কেচিন্মুক্তিমিতাঃ কথাশ্রবণতঃ কেচিৎ প্রভোর্দর্শনাৎ।

ইত্থং বীক্ষ্য সমস্তপাপিসুগতিং দূতান্ বিসর্জ্যাধুনা
প্রস্থাপ্য স্বপিতি স্বয়ং চ সসুখং শ্রীচিত্রগুপ্তং যমঃ ॥১৭

মহাপ্রভুর প্রাদুর্ভাবে যে, জগৎ পাপশূন্য হইয়াছে তাহাই মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করিতেছেন— হে প্রভু! কিছু পাপী আপনার গুণগানে, কিছু স্মরণে, কিছু কথাশ্রবণে আর কিছু আপনার দর্শনে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপে সমস্ত পাপীর সুগতি দেখিয়া দূতদিগকে এবং চিত্রগুপ্তকে বিদায় দিয়া যমও নিজভবনে প্রস্থান করিয়া সুখে শয়ন করিয়াছেন ॥১৭

কেচিচ্ছন্দবিচারচারুমতয়ঃ কেচিচ্চ মীমাংসকাঃ
কেচিৎ কাব্যরসাবগাহনধিয়ঃ কেচিৎ তু নৈয়ায়িকাঃ।
কেচিদ্জ্ঞান-নিধান-মানসরতাঃ কেচিৎ তু পৌরাণিকাঃ
শ্রীমদ্গৌরহরের্বয়ং তু চরণাম্ভোজৈকবদ্ধস্পৃহাঃ ॥১৮

পুনরায় কবি মহাপ্রভুর চরণের নৈষ্ঠিকতা জ্ঞাপন করিতেছেন— কেহ ব্যাকরণাদি শব্দশাস্ত্রের পণ্ডিত, কেহ বা মীমাংসক, কেহ আবার লৌকিককাব্যরসে মগ্ন, কেহ তো নৈয়ায়িক, অনেকেই শুষ্কজ্ঞান সম্পন্ন এবং কেহ বা পৌরাণিক পরন্তু আমরা শ্রীগৌরচন্দ্রের চরণকমলকেই লালসা করি ॥১৮

নিত্যানন্দরসার্ণবং স্বচরিতৈরদ্বৈতভাবাস্পদং
রামানন্দযুতং সনাতনপদং রূপেণ বিভ্রাজিতম্।
লীলালোলগদাধরং করুণয়া তং শ্রীনিবাসাস্পদং
নিত্যং মিত্র! হরিপ্রিয়াভিলষিতং গৌরং চ কৃষ্ণং ভজ ॥১৯

কবি নিজমনরূপ সখাকে উপদেশ করিতেছেন—হে মিত্র! শ্রীগৌরচন্দ্রের ভজন করো; যিনি শ্রীনিত্যানন্দের রসসিন্ধু, নিজমধুর চরিত্রের দ্বারা যিনি শ্রীঅদ্বৈতকে ভাবাভিভূত করেন, যিনি শ্রীরামানন্দের শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিত বিগ্রহ অথবা যিনি শ্রীরামানন্দের সহিত বিরাজমান থাকেন, যিনি শ্রীসনাতন-গোস্বামীর গতি (আশ্রয়দেবতা), যিনি শ্রীরূপগোস্বামীর দ্বারা ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়েন অথবা শ্রীরূপের সহিত শোভিত হয়েন, যিনি শ্রীগদাধরপণ্ডিতের মধুরলীলাপরায়ণ বিগ্রহ এবং যিনি শ্রীবাসপণ্ডিতের একমাত্র বিষয় ॥১৯

ভিন্দন্ পাপপরম্পরাং প্রতিদিনং ছিন্দন্ কলের্বৈভবং
নিন্দন্ ভক্তিবিহীনদীনপদবীং বিন্দন্নপূর্বাং মুদম্।
ক্রন্দন্ ভক্তিরসে কদাপি চ হসন্ স্পন্দন্ হরিং গাপয়ন্

বন্দন্ ভক্তিরসাপগাং বিলসতি শ্রীগৌরচন্দ্রো হরিঃ ॥২০

হে মিত্র! দেখ, প্রতিদিন পাপপরম্পরাকে নষ্ট করিয়া, কলির বৈভবকে ছেদন করিয়া, ভক্তিহীনপন্থাকে নিন্দা করিয়া, অপূর্ব আনন্দ পূর্বক কখনও ভক্তিরসে মগ্ন হইয়া, কখনও ক্রন্দন করিয়া, কখনও বা হাস্য করিয়া, কখনও আবার নৃত্যের সাথে শ্রীহরিগুণগান করিয়া এবং কখনও ভক্তিরসপ্রবাহিনী শ্রীগঙ্গাদেবীকে বন্দনা করিয়া শ্রীগৌরচন্দ্র নবদ্বীপে বিলাস করিতেছেন ॥২০

ভক্তিং কন্দলয়ন্ কলিং কবলয়ন্ প্রেমাব্ধিমুদ্বেলয়ন্
মোহং ব্যাকুলয়ন্ রসং চ কলয়ন্ লোভং চ নির্মূলয়ন্।
পাপং নির্বলয়ন্ ধৃতিং সবলয়ন্ কল্লোলয়ন্ মানসং
দেবঃ কোঽপি চমৎকৃতো বিজয়তে চৈতন্যচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥২১

কবি মহাপ্রভুর জয়গান গাহিতেছেন— সেই শ্রীচৈতন্যদেব জয়যুক্ত হউন। যিনি ভক্তিলতাকে অঙ্কুরিত করিতেছেন, যিনি কলিকে কবলিত করিতেছেন, যিনি প্রেমসমুদ্রের তরঙ্গকে বর্ধন করিতেছেন, যিনি মোহকে ব্যাকুলিত করিতেছেন, যিনি জনমিত্রকে ভক্তিরস দান করিতেছেন, যিনি লোভকে নির্মূল করিতেছেন, যিনি পাপকে নির্বল করিয়াছেন এবং ভক্তের ধৈর্য্যকে বর্ধন করিতেছেন ॥

বহ্নিঃ শীতলতাং ব্রজেদ্ যদি গিরিঃ স্যাচ্চঞ্চলো বায়ুনা
পাথোধির্মরুদেশতামুদয়তে সূর্যোঽপি চেৎ পশ্চিমে।
অন্যৎ কিং কথয়ামি ধাতৃরচনা চেদ্বৈপরীত্যং ভজেৎ
তর্হি শ্রীগুরুগৌরচন্দ্রবিমুখে প্রেম্নো লবো নোদয়ঃ ॥২২

শ্রীগৌরচন্দ্রের বিমুখজনের হৃদয়ে প্রেমের অভাব নিরূপণ করিতেছেন— যদি অগ্নি শীতল হয়, যদি বায়ুর বেগে পর্বত কম্পিত হয়, যদি সমুদ্র মরুভূমিতে পরিণত হয়, যদি সূর্য পশ্চিমে উদয় হয়, অন্য আর কি কহিব? ব্রহ্মার সৃষ্টিও যদি বৈপরীত্য হয় তথাপি শ্রীগৌরচন্দ্রবিমুখের হৃদয়ে প্রেমের লবও উদয় হইবে না ॥২২

আরোঢ়ুং কনকাচলস্য শিখরং পঙ্গুর্যথা বাঞ্ছতি
হস্তাভ্যাং বিধুমণ্ডলং লঘুজনোঽপ্যাদাতুমাকাংক্ষ্যতি।
কৈলাসং শ্বসিতানিলেন চ যথাপ্যুদ্ধর্তুমুদ্বীক্ষতে
গন্তুং হন্ত তথৈব গৌরবিমুখো বৈকুণ্ঠমুৎকণ্ঠতে ॥২৩

শ্রীগৌরচন্দ্রের বিমুখজনের প্রতি আক্ষেপ করিতেছেন—পঙ্গু যেমন সুমেরুতে আরোহণ করিতে চায় কিন্তু ব্যর্থ হয়, বামন ব্যক্তি

যেমন হস্তদ্বারা চন্দ্রকে ধরিতে চায়, লোক নিজের শ্বাসবায়ুদ্বারা যেমন কৈলাসপর্বতকে উত্তলন করিতে চায় কিন্তু অসমর্থ হয়। তেমন, যদি শ্রীগৌরচন্দ্রবিমুখজন বৈকুণ্ঠে গমন করিতে চায়, তবে ব্যর্থই হইবে ॥২৩

(ইতঃ শ্লোকত্রয়ে মন্দাক্রান্তা)

জ্ঞানধ্যানব্রতজপতপোযজ্ঞযাগাদিকানি
ক্ষীণান্যন্যান্যপি কলিযুগে সাধনানি প্রমাদাৎ।
চেতশ্চিন্তা তদপি ন মনাক্ মিত্র ! কার্যা কদাপি
যচ্চৈতন্যপ্রকটমহিমা বর্ততেঽদ্যাপি লোকে ॥২৪

কলিযুগে মহাপ্রভুর কৃপা বিনা অন্য সমস্ত ব্যর্থ, তাহাই কবি বলিতেছেন— জ্ঞান, ধ্যান, ব্রত, জপ, তপঃ, যজ্ঞ, যোগাদি সাধনসমূহ যদিও কলিযুগে নষ্ট হইয়াছে, হে মিত্র! তথাপি কিঞ্চিৎ চিত্তে চিন্তা করিও না, কারণ শ্রীচৈতন্যদেবের মহিমা এখনও জগতে বিদ্যমান রহিয়াছে ॥২৪

জাতা কীর্তির্ভুবি বিরচিতা স্বর্গসোপানপংক্তিঃ
ত্রস্তাঃ পাপাঃ সপদি বপুষো দূরযাত্রাং বিতেনুঃ।
স্নাতং রাধাপ্রণয়সরসি ব্যাধিমুক্তেন তেন
যেন ভ্রান্ত্যাপ্যহহ গদিতং হন্ত চৈতন্যনাম ॥২৫

নামাভাসে মহাপ্রভুর কৃপা প্রকাশ করিতেছেন—যিনি ভ্রান্তিবশেও শ্রীচৈতন্যের নাম উচ্চারণ করিয়াছেন, জগতে তাঁহারই কীর্তি, তাঁহারই স্বর্গের সোপান তৈরি হইয়াছে, তাঁহারই পাপসমূহ শরীর হইতে ভয়ে দূরে যাত্রা করিয়াছে এবং শ্রীরাধাপ্রেমসরোবরে তিনিই স্নান করিয়াছেন ॥২৫

বিদ্যাদাতা জগতি জয়তি শ্রীমহেশো নরাণাং
সম্পদ্দাতা ভবতি বরুণো মুক্তিদাতা মুকুন্দঃ।
দাতা সূর্য্যো জগতি মহসঃ স্বর্গদাতা সুরেশঃ
শ্রীচৈতন্যপ্রিয়মিহ বিনা প্রেমদাতা ন কশ্চিৎ।।২৬

মহাপ্রভুকে দাতাশিরোমণিরূপে স্থাপন করিতেছেন—জগতে মানবগণের বিদ্যাদাতা মহাদেব, সম্পদ্দাতা বরুণদেব, মুক্তিদাতা মুকুন্দ, প্রকাশদাতা সূর্য, স্বর্গদাতা ইন্দ্র পরন্তু শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বিনা প্রেমপ্রদাতা কেহ নাই ॥২৬

(গৌরপাদাম্ভোজবহির্লাপিকা। মন্দাক্রান্তা)

পূজ্যাগ্রে কা ভবতি বিদুষাং পর্বযাত্রোৎসবেষু
পঙ্গোঃ সম্বোধনমহহ কিং শীতলং বস্তু কিং স্যাৎ।

বিদ্বাংসঃ কং জগতি সততং সৃষ্টিকর্তারমাহুঃ
কিং সংসারব্যতিকরহরং বিজ্ঞবর্যা বদন্তি ॥২৭

প্রশ্ন—বিজ্ঞজন সকলপূজার অগ্রে কাহার পূজা করেন? উত্তর—গোমাতার, প্রশ্ন—পঙ্গুর সম্বোধন কী ? উত্তর— অপাদ, প্রশ্ন—শীতলতা ধর্ম কোন বস্তুর? উত্তর—জলের, প্রশ্ন— বিদ্বানগণ জগতের সৃষ্টিকর্তা কাঁহাকে বলেন? উত্তর— ব্রহ্মাকে এবং প্রশ্ন—সুধীজন সংসার থেকে জন্ম-মরণের চক্র থেকে মুক্তিদাতা কাহাকে বলেন? উত্তর—শ্রীগৌরচন্দ্রকে ॥২৭

(ইতঃ শ্লোকদ্বয়ে স্রগ্ধরা)

রম্ভাস্তম্ভাভিরামং সিতহসিতরুচিং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং
শীতাংশুস্ফীতবক্ত্রং মদন-মদ-নমচ্চঞ্চলাপাঙ্গরম্যম্।
কন্দর্পং দর্পয়ন্তং নিজ-নব-বপুষো হেমগৌরচ্ছটাভিঃ
শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রং কনকশুচিরুচিং সাবধূতং স্মরামি ॥২৮

মহাপ্রভুর রূপ বর্ণন করিতেছেন—যাঁহার হস্তপদাদি কদলীবৃক্ষের মতো সুন্দর, যাঁহার হাস্য স্বচ্ছ ও মনোহর, যাঁহার দুই গণ্ডস্থলে কুণ্ডলযুগল দোদুল্যমান, যাঁহার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র অপেক্ষাও সুন্দর, যাঁহার চঞ্চল অপাঙ্গকটাক্ষ সাক্ষাৎ মদনদেবের মদকেও নত করে এবং যাঁহার নিজশরীরের ছটায় কন্দর্পেরও দর্প নষ্ট হয়; এই প্রকার গুণবিশিষ্ট স্বর্ণবর্ণ মহাপ্রভুকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সহিত আমি স্মরণ করি ॥২৮

কেচিদ্ভক্তাঃ প্রমোদাদ্বিদধতি সরবাঁল্লোলদঙ্গান্মৃদঙ্গান্
কেচিৎ প্রেমাশ্রুপূরৈর্নয়নবিগলিতৈঃ প্লাবয়ন্তে ত্রিলোকম্।
কেচিদ্গর্জন্তি বর্ষাঘনগণতরলা বাদয়ন্তো ঘনানি
তেষাং মধ্যেহতিহর্ষাৎ কলিমলদমনো গৌরচন্দ্রো ননর্ত ॥২৯

মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তনশোভা বর্ণন করিতেছেন—কিছু ভক্ত প্রেমাবেশে গম্ভীরধ্বনি পূর্বক মৃদঙ্গবাদন করিতেছেন, কিছু ভক্ত নয়নের প্রেমাশ্রুধারায় ত্রিলোককে প্লাবিত করিতেছেন, কিছু ভক্ত ঝাঁজ বাজিয়ে মেঘের মতো গর্জন করিতেছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে শ্রীগৌরচন্দ্র হর্ষাতিরেকে নৃত্য করিতেছেন ॥২৯

(ইতঃ শ্লোকত্রয়ে পৃথ্বী)

অহো কলিযুগ-ব্যথাব্যথিত-মানসা মানুষাঃ
যদি প্রবলকালজামতিতিতীর্ষবো বেদনাম্।
তদা প্রণয়পদ্ধতি-প্রকটনৈকদীক্ষাগুরুং

সদা সুখকরং মুদা ভজত গৌরপাদাম্বুজম্ ॥৩০

কবি কলিযুগের মানবের প্রতি উপদেশ করিতেছেন—ওহে কলির ব্যথায় ব্যথিত মানবগণ! যদি আপনাদের এই কঠিনকালে জন্মমরণাদি দুঃখ হইতে উদ্ধার পাইবার আশা থাকে, তবে যিনি এই ঘোরকলিযুগে একমাত্র প্রেমভক্তিকে প্রকটের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন এবং যিনি সর্বদা সকলকে সুখদান করেন; সেই শ্রীগৌরের পাদাম্বুজকে ভজনা করুন ॥৩০

শচীজঠরসাগরাৎ সপদি নাভবিষ্যৎ সখে
স গৌড়কুলচন্দ্রমা যদি দুরন্তভাবে কলৌ।
তদা মদনমোহনশ্রবণকীর্তনপ্রক্রিয়া-
রসজ্ঞপদবীং পরাং জগতি কোঽগমিষ্যজ্জনঃ ॥৩১

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের অভাবে জগতের দশা বলিতেছেন—হে সখে! এই কঠিন কলিকালে শ্রীশচীজঠরসাগর হইতে যদি শ্রীগৌরচন্দ্র উদয় না হইত, তবে শ্রীমদনমোহনের কথা শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তির প্রক্রিয়ারূপ রসপদ্ধতি আমাদেরকে কে জগতে দেখাইতেন ??৩১

বিদগ্ধজনসেবিতা পরমহংসবদ্ধাদরা
সদা ঘনরসোন্নতা কুবলয়প্রমোদোদয়া।
অশেষজনতাপহা মম মনোমরুপ্রাঙ্গণে
তব প্রণয়বর্জিতে বহতু কীর্ত্তিকল্লোলিনী ॥৩২

কবি মহাপ্রভুর নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন— হে প্রভু! পণ্ডিতজন যাঁহার সেবা করেন, পরমহংসগণ যাঁহাকে সম্মান করেন, যিনি সদা ভক্তিরসে পূর্ণা, যিনি ভক্তরূপ কমলের আনন্দদায়িনী; তোমার সেই কীর্ত্তিরূপ নদীর তরঙ্গিণী আমার প্রেমরহিত মনোপ্রাঙ্গণে প্রবহমানা হউক ॥৩২

(ইতঃ শ্লোকচতুষ্কে শিখরিণী)

প্রভো ত্যক্ত্বা সর্বং যম-নিয়ম-যোগাদিকমহো
কথাং তে সাধুনাং সদসি সকৃদাকর্ণ্য সহসা।
ভবন্তং প্রাপ্তোঽহং শরণমথ ন ত্বং কৃপয়সি
ত্বদীয়ানাং কীর্ত্তেস্তব চ ভবিতা হাস্যমধুনা ॥৩৩

পুনঃ মহাপ্রভুর নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন— হে প্রভু ! আপনার ভক্তগণের সভায় আপনার দয়ালুতা একবার শ্রবণমাত্রই আমি যম,

নিয়ম, যোগাদিকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার আশ্রয়ে আসিয়াছি। কিন্তু যদি আপনি এখন কৃপা না করেন তবে আপনার ভক্তগণের এবং আপনার কীর্ত্তির সবাই পরিহাস করিবে ॥৩৩

হতাঃ শ্রীকৃষ্ণেন প্রকটপদমাপুর্দনুসুতাঃ
প্রভৌ নৈতচ্চিত্রং চতুরহৃদি বাসং বিদধতি।
ইমাং দৃষ্ট্বা লীলাং তব ভুবি ন কো বিস্ময়পদে
পদং ধত্তে যৎ ত্বং প্রণয়পয়সি স্নাপয়সি তান্ ॥৩৪

অতঃ প্রার্থনামুখে মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণাবতার হইতে শ্রেষ্ঠতা নিরূপণ করিতেছেন— হে প্রভু! শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক হত হইয়া দানবগণ যদিও বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু চতুরভক্তেরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই লীলাকে বিচিত্র মনে করেন না। পরন্তু আপনার এই লীলা দর্শন করিয়া কে বিস্মিত হয় না? অপি তু সকলেই বিস্মিত হয়েন। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ দানবদিগকে মৃত্যু দিয়াছেন আর আপনি দুষ্টদিগকে প্রেমরসে মগ্ন করিয়াছেন ॥৩৪

ন যোগে সংযোগো ন চ জপতপঃসাধনবলং
ন চোৎসঙ্গস্তুঙ্গৈঃ ক্বচিদপি তরঙ্গৈস্ত্রিপথগৈঃ।
ন চ জ্ঞানাশংসৈরপি পরমহংসৈঃ সহ রতিঃ
পরং তে কারুণ্যস্মরণবশতো জীবতি জনঃ ॥৩৫

পুনঃ স্বনিষ্ঠায় অন্যাভিলাষিতা জ্ঞাপন করিতেছেন—যোগের সহিত আমার কোনো সম্বন্ধ নাই, জপ-তপঃ-সাধনাদির বলও আমার নাই, তরঙ্গময়ী গঙ্গাতেও আমার আসক্তি নাই, শুষ্কজ্ঞানোপদেশক পরমহংসদিগের প্রতি আমার রতি নাই, পরন্তু আপনার করুণতা স্মরণ করিতে করিতে আমি জীবন ধারণ করিতেছি ॥৩৫

ন বেদানাং ভেদা ন চ জপতপস্ত্যাগনিয়মাঃ
ন চ স্নানং ধ্যানং ন বনবসতির্মৌনমপি নো।
ন সন্ন্যাসন্যাসো ন চ সকলতীর্থাটনমপি
পুনাতি স্বচ্ছন্দং জগতি মনুজং গৌরবিমুখম্ ॥৩৬

শ্রীগৌরচন্দ্রের বিমুখজনকে কেহই পবিত্র করিতে পারে না, তাহাই বলিতেছেন—শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর বিমুখজনকে বেদ, জপ, তপঃ, ত্যাগ, নিয়ম, স্নান, ধ্যান, বনবাস, মৌন, সন্ন্যাস এবং সকল তীর্থগমনাদিও ত্রিজগতে পবিত্র করিতে পারিবে না ॥৩৬

(অন্তর্লাপিকা। ইতঃ শ্লোকদ্বয়ে মুগ্ধসৌরভম্)

কং ব্যথাজনকং বদন্তি দধুর্বিরক্তগণাশ্চ কং

কং যজন্তি জনা নদীজলচারিণং চ বদন্তি কম্।
দুর্ধরং নিগদন্তি কং রিপুভিঃ শিবশ্চ জঘাস কং
প্রেমদং কমুদীরয়ন্তি জনাঃ শচীসুতনাগরম্ ॥৩৭

প্রশ্ন—ব্যথাজনক কী? উত্তর—বাণী/শর, প্রশ্ন—বিরক্তজন কী ধারণ করেন? উত্তর— চীর/বস্ত্রমাত্র, প্রশ্ন— মনুষ্য কাহার পূজা করেন? উত্তর—দেবতার, প্রশ্ন—শত্রুদ্বারাও দুর্ধর কী? উত্তর—দলসমূহ/জনসমূহ, প্রশ্ন—শিবজী কী খেয়েছেন? উত্তর—বিষ, প্রশ্ন—প্রাণীমাত্রকে প্রেমদাতা কে? উত্তর—শচীসুত তনয় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু ॥৩৭

চারুচঞ্চললোচনাঞ্চলবক্ত্রবিম্ববিনির্জিতে
লজ্জয়া ন শশী দিবাপ্রকটো হরের্ভবতি ক্বচিৎ।
যামিনীসময়েঽপি স স্মরতে যদা স্ববিড়ম্বনং
লজ্জয়ৈব তিরোদধাতি ঘনাঞ্চলেন মুখং নিজম্ ॥৩৮

পুনরায় মহাপ্রভুর শোভা বর্ণন করিতেছেন—শ্রীচৈতন্যদেবের সুন্দর চঞ্চল লোচনযুগলের প্রান্তভাগের কটাক্ষে এবং বদনমণ্ডলের শোভায় পরাজিত হইয়া চন্দ্র দিনে উদয় হয় না, রাত্রিতে উদয় হইলেও বিড়ম্বনা মনে করিয়া লজ্জায় মেঘের দ্বারা মুখমণ্ডলকে আবৃত করে ॥৩৮

(ইতঃ শ্লোকত্রয়ে মালিনী)

দনুতনয়-কুটুম্বক্ষেত্রদাবাগ্নিতুল্যাঃ কতি জগতি বভূবুর্নাবতারা মুরারেঃ।
প্রণয়-রস-তরঙ্গ-স্নাপিত-স্থাবরান্তঃ কথয় কথয় কোঽন্যস্তং বিনা গৌরচন্দ্রম্ ॥৩৯

কবি নিজের মনকে সর্বাবতার অপেক্ষা মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠতা বলিতেছেন—দৈত্যকুটুম্বরূপ ক্ষেত্রকে দাবানলদ্বারা ভস্ম করিবার জন্য ভগবানের অনেক অবতার হইয়াছে। বলো মিত্র! শ্রীগৌরচন্দ্র বিনা প্রেমরসতরঙ্গে সবাইকে কে স্নাপিত করিয়াছেন ?? ৩৯

যদবধি সখি ভূমৌ গৌরচন্দ্রোঽবতীর্ণ-স্তদবধি কিল দেবাস্তত্যজুঃ স্বর্গলোকম্।
নটন-চটুল-গৌর-প্রেক্ষণ-প্রাপ্ত-দিব্যা-বয়বমনুজ-রাজীবাস-সংকীর্ণদেশম্ ॥৪০

পুনরায় নিজের মনকে মহাপ্রভুর আগমনের পরে জগতের অবস্থা বলিতেছেন— হে মিত্র! যদবধি শ্রীগৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছেন, তদবধি দেবগণ স্বর্গ ত্যাগ করতঃ মর্তে আসিয়াছেন এবং মর্ত্যজন শ্রীগৌরের নটনবিলাস দর্শন করিয়া দিব্যশরীর পাইয়া স্বর্গবাস করিলে স্বর্গেও স্থান সংকীর্ণ হইয়াছে ॥৪০

জগদতুল-বিহারে সর্ব-সংসারসারে প্রণয়-রস-কদম্বে ক্ষিপ্তকোটীন্দুবিম্বে।
অমল-কমল-মালে শ্রীজগন্নাথবালে মম রতিরতিপুণ্যা নিত্যমেবাস্তু ধন্যা ॥৪১

পুনরায় শ্রীগৌরচন্দ্রেই রতি প্রার্থনা করিতেছেন—যাঁহার লীলাবিহার ত্রিলোকের সাথে তুলনা হয় না, যিনি ত্রিলোকের সার (শ্রেষ্ঠ), যিনি প্রেমরসের সিন্ধু, যাঁহার বদনশোভা কোটি কোটি চন্দ্রকেও তিরস্কার করে এবং যিনি সুগন্ধি উজ্জ্বল কমলের মাল্য গলে ধারণ করিয়াছেন; শ্রীজগন্নাথমিশ্রের সেই নন্দন শ্রীগৌরচন্দ্রেই আমার রতি প্রতিক্ষণ বৃদ্ধি হইয়া অতিধন্যা হউক ॥৪১

(ইতঃ শ্লোকচতুষ্কে বসন্ততিলকম্)

গৌরেতি বর্ণযুগলং পতিতং ন কর্ণে চিত্তং ন বিত্তমিব বাঞ্ছতি গৌরপদম্।
যেষাং মহাদ্ভুতমিদং কলয়ন্তু তেঽপি সংসারসিন্ধুতরণায় সমুল্লসন্তি ॥৪২

এক্ষণে কবি ভক্তগণকে গৌরনামের মহিমা বলিতেছেন—হে মিত্রগণ! “গৌর” এই বর্ণযুগল যাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নি, যাঁহার চিত্ত ধনসম্পত্তির মতো নিরন্তর গৌরকে চায় না। তাঁহারাও সংসারসিন্ধু পার হইতে চেষ্টা করিতেছে, ইহা হাস্যকর অদ্ভুত কথাই বটে, যা কদাপি সম্ভব নহে ॥৪২

চেন্মানয়ন্ত বচনং মম সাবধানা বদ্ধাদরাশ্চ কলয়ন্তু তদা বদামি।
যোগাদিকং সকলমেব বিহায় যত্না- চ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্ ॥৪৩

পুনরায় ভক্তগণের নিকটে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রে অনুরাগের প্রার্থনা করিতেছেন— হে মিত্রগণ! আমার কথায় যদি শ্রদ্ধা হয় তবে সাবধান হইয়া শ্রবণ করুন, যোগাদি সকল উপায়কে দূর থেকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীগৌরচন্দ্রচরণে অনুরাগ করুন ॥৪৩

চৈতন্যচন্দ্র করুণার্ণব মাধবেতি গৌরাঙ্গদেব রসসাগর সুন্দরেতি।
ভক্তোৎসবেতি চ শচীতনয়েতি কণ্ঠং নামাবলী তব মদীয়মলঙ্করোতু ॥৪৪

কবি মহাপ্রভুর নিকটে তাঁহার নামমালা প্রার্থনা করিতেছেন— হে শ্রীচৈতন্য, হে করুণার্ণব, হে মাধব, হে গৌরাঙ্গ, হে রসসাগর, হে শচীতনয় আপনার নামাবলী আমার কণ্ঠের অলঙ্কার করুন ॥৪৪

পূর্ণা সদা ঘনরসেন বিদগ্ধসেব্যা ছায়াধিকা জনসমূহকৃতাভিলাষা।
সংসারঘোরপথি জীবনদায়িনী সা প্রেমপ্রিয়া হরতু তে মম চিত্ততৃষ্ণাম্ ॥৪৫

পুনরায় মহাপ্রভুর নিকটে কবি প্রেমপ্রার্থনা করিতেছেন— যিনি সর্বদৈব শ্যামঘনরসে পূর্ণা, বুদ্ধিমানগণ যাহার সেবা করেন, যিনি বিশিষ্টকান্তি-সম্পন্না; হে প্রভু! পূর্বোক্ত গুণবিশিষ্টা ভক্তের জীবনদায়িনী আপনার প্রেমপ্রিয়া আমার ঘোর-সংসার পথে চিত্তের তৃষ্ণাকে হরণ করুক ॥৪৫

(ইতঃ শ্লোকত্রয়ে পুষ্পিতাগ্রা)

বকুলমুকুলকুণ্ডলেন গণ্ড-স্থলগমনেন বিলোললোচনান্তঃ।
ক্বচিদপি ন সুবর্ণগৌরবর্ণো হরিরবলোকি ধিগস্তু জীবনং তৎ ॥৪৬

কবি মহাপ্রভুর দর্শন ব্যতীরেকে নিজের জীবনকে ধিক্কার দিতেছেন— গণ্ডস্থলে দোদুল্যমান বকুলমুকুলের কুণ্ডলে এবং চঞ্চললোচনের কটাক্ষে পরিশোভিত সুবর্ণবর্ণ শ্রীগৌরহরিকে আমি দর্শন করিতে পারিলাম না। অতএব ধিক্ আমার জীবনকে ॥৪৬

তদবধি বিবিধপ্রয়াসপুঞ্জো ভুবি ভববৈভবমস্তু তাবদেব।
যদবধি কলিকুঞ্জরৈকমর্দী বিতরতি গৌরহরিঃ পদং ন চিত্তে ॥৪৭

শ্রীগৌরহরিকে হৃদয়ে ধারণ করিলেই সংসারসাগর পার হওয়া যায়, তাহাই বলিতেছেন— যাবৎ কলিরূপ কুঞ্জরকে (হস্তীকে) মর্দন করিয়া শ্রীগৌর-রূপ হরি (সিংহ) জীবের হৃদয়রূপ গুহায় স্থান না পায়, তাবৎ-কাল সংসারসাগর অতিক্রমের বিবিধ উপায় চেষ্টা থাকে। শ্রীগৌরহরি স্থান পেলে আর চেষ্টা করিতে হয় না ॥৪৭

কনক-কমল-গৌর কেন বর্ণ্য-স্তব মহিমা বিধিনাপি দুর্বিভাব্যঃ।
বিলসতি কিল কোঽপি যৎপ্রভাবো ভুবি পতিতা অপি যদ্গতাস্ত্রিণাকম্ ॥৪৮

মহাপ্রভুর মহিমা কেহ বর্ণন করিতে পারিবে না, তাহাই কবি মহাপ্রভুর সমীপে বলিতেছেন—হে গৌরহরি! যাঁহার প্রভাবে জগতের পতিতজনেরাও বৈকুণ্ঠে গমন করিতেছেন, তোমার সেই মহিমাকে কে বর্ণন করিতে পারে! কারণ, তোমার মহিমা ব্রহ্মারও অগম্য ॥৪৮

(ইতঃ শ্লোকদ্বয়ে প্রহর্ষিণী)

গৌরাঙ্গ-স্নপিততলা মুদাশ্রুনীরৈ-স্তৎপাদস্থিতনখরত্নকান্তিযুক্তা।
রোমাঞ্চং নবতৃণকৈতবাদ্দধানা বৈকুণ্ঠং হসতি মহোৎসবা ধরিত্রী ॥৪৯

মহাপ্রভুর আবির্ভাবে পৃথ্বীদেবীর ভাগ্যাতিশয্য বর্ণন করিতেছেন— শ্রীধরিত্রীদেবী নব-নব তৃণের ছলে যেন আনন্দে বৈকুণ্ঠের প্রতি হাস্য করিতেছেন, কারণ তিনি এখন শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অশ্রুজলে সিক্তা হইয়াছেন এবং তদীয় শ্রীচরণপদ্মের কান্তি দ্বারা শোভিতা হইয়াছেন ॥৪৯

কিং প্রেম্ণঃ প্রকটতরঃ প্রবাহ এষ কন্দর্পঃ কিময়মনঙ্গতাং জিহানঃ।
কিং বায়ং শুচিরস এব মূর্তিধারী বিজ্ঞানামিতি মতয়ঃ স্ফুরন্তি গৌরম্ ॥৫০

কবি সুধীজনের দৃষ্টিতে মহাপ্রভুর বর্ণনা করিতেছেন—সুধীজন শ্রীগৌরসুন্দরকে দর্শন করিয়া ভাবিতেছেন, ইনি কি প্রেমের মূর্ত্তিমান প্রবাহ! কিম্বা, মূর্তিমান কামদেব! অথবা, শৃঙ্গাররসের মূর্তিমন্ত স্বরূপ!!৫০

(ইতঃ শ্লোকচতুষ্কে ভুজঙ্গপ্রয়াতম্)

ননর্ত প্রিয়াভিঃ কলিন্দাত্মজায়া-স্তটে নন্দসূনুর্মিলিন্দাদরে যঃ।
স এবাদ্য মন্দাকিনী-নীরতীরে স্বভক্তৈর্হি নৃত্যত্যহো গৌরমূর্তিঃ ॥৫১

শ্রীনন্দনন্দনই যে, শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাহাই বলিতেছেন—যেই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমরাবলী দ্বারা গুঞ্জায়মান এবং পরিশোভিত কালিন্দীতটে গোপীগণের সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন, সে শ্রীকৃষ্ণ এখন শ্রীগৌরমূর্তি হইয়া নিজ ভক্তগণের সহিত গঙ্গার তটে নৃত্য করিতেছেন ॥৫১

ন চেদ্গৌরমীশং স্ফুটৈশ্বর্য্যযুক্তং বদন্ত্যজ্ঞসঙ্ঘাস্তদা মা বদন্তু।
উলূকৈর্যদি প্রেক্ষ্যতে নার্কবিম্বং দিনেহপি প্রবুদ্ধাম্বুজং তৎ ক্ষতিঃ কা ॥৫২

গৌরবিমুখজনকে নিরাস করিতেছেন—যেমন দিনে সূর্যদেব কমলসমূহকে প্রস্ফুটিত করিলেও উলুক (পেঁচা) সূর্যকে দেখে না, তেমন ঐশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীগৌরকে যদি মূর্খেরা ঈশ্বর না মানে, তবে আমাদের ক্ষতি কী ?? ৫২

সমুল্লঙ্ঘ্য লজ্জানদীং ধৈর্যবৃত্তিং বিভিন্দন্ বলেনান্তরং মে প্রবিশ্য।
অহো চিত্তচিন্তামণিং কোহপি চৌরো জহারাশু গৌরো বয়ং তন্ন বিদ্মঃ ॥৫৩

মহাপ্রভুর অদ্ভুতকৃপা প্রদর্শন করিতেছেন—লজ্জারূপী নদীকে লঙ্ঘন করিয়া, ধৈর্যরূপ প্রাচীরকে ভেদ করিয়া বলপূর্বক কোন এক গৌরবর্ণ চোর আমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া চিত্তচিন্তামণিকে হরণ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে জানিতে পারিলাম না!! ৫৩

কদা শ্রীনবদ্বীপমধ্যে বিলোক্য ভবজ্জন্মপুণ্যস্থলং গৌরচন্দ্র।
প্রমোদেন তদ্বাসিনো ভক্তবর্যান্ প্রভো হন্ত পৃচ্ছাম্যহং ত্বচ্চরিত্রম্ ॥৫৪

এখন কবি মহাপ্রভুর নিকটে তাঁহার জন্মস্থলীর দর্শনের প্রার্থনা করিতেছেন—হে প্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র! কবে আমি শ্রীনবদ্বীপে আপনার জন্মস্থানকে দর্শন করিয়া হর্ষভরে নদীয়াবাসী ভক্তগণের কাছে আপনার প্রেমময় চরিত্র জিজ্ঞাসা করিব!! ৫৪

বলিনা কলিনা জগদেব জিতং সহ যোগতপোব্রতদানযমৈঃ।
ন জিতাস্তি পরং জগতি প্রকটা নবকাঞ্চনগৌরহরেঃ করুণা ॥৫৫

মহাপ্রভুর করুণার বলবত্তা দেখাইতেছেন— বলবান্ কলি যোগ, তপঃ, ব্রত, দান, যম, নিয়মাদি সাধন-সমূহকে জিতিয়া লইয়াছে, কিন্তু নবকাঞ্চন শ্রীগৌরহরির করুণাকে জয় করিতে পারে নাই ॥৫৫

প্রমদাঃ সমদাস্তনয়ঃ সনয়ঃ সধনং ভবনং চ কলাঃ সকলাঃ ।
মরণে ন হি রক্ষতি কোঽপি তত-শ্চরণং শরণং ব্রজ গৌরহরেঃ ॥৫৬

পুনরায় ভক্তগণের নিকটে অনুরাধ করিতেছেন—আনন্দসমূহ, সুপুত্র, ধনপূর্ণ ভবন, বিবিধ কলাবিদ্যা প্রভৃতি মৃত্যুর সময় কেহই রক্ষা করিবে না। একমাত্র শ্রীগৌরহরিই রক্ষা করিবেন। অতঃ মিত্রগণ! শ্রীগৌরহরির চরণে শরণাপন্ন হও ॥৫৬

বিধিনা বিধিনা পরিচর্য্য বিভুং কলিতা কলিতাপহরী করুণা ।
ভবতো ভব তোষযুতস্ত্বমতশ্চরণা চরণাব্জিতপদ্মতত্তে ॥৫৭

পুনরায় মহাপ্রভুর সমীপে প্রর্থনা করিতেছেন— হে পদ্মলোচন গৌরসুন্দর! বহুভাগ্যে বিধি-পূর্বক পরিচর্যা করিয়া দৈবযোগে আপনার শ্রীচরণকমলের কলিতাপহারিণী করুণা আমার প্রতি হইয়াছে। অতএব আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হউন ॥৫৭

ত্বয়ি সদ্বিনয়েন ন যেন রতী রচিতাপি ন তেন নতেন কৃতী ।
অপি সৌমনসো মনসো ন রতি-র্যদি তজ্জননং জননন্দিত ! ধিক্ ॥৫৮

মহাপ্রভুর বিমুখগণের প্রতি ধিক্কারবাক্য— হে প্রভু ! যে ব্যক্তি বিনয়ের সহিত আপনাকে রতি করে নাই, যেই হীন ব্যক্তি নিজের বুদ্ধি আপনাতে নিবেশ করায় নাই এবং সুষ্ঠু মনোযুক্ত হইয়াও যাঁহারা আপনাতে মন দেয় নাই; তাঁহাদিগকে ধিক্ ॥৫৮

নবকাঞ্চনকোমলতামলতা ভুবি ভান্তি বিলাসকলাঃ সকলাঃ ।
রতিরধ্বনি তচ্চরণে চ রণে মরণেঽপি দৃঢ়া ভবতাত্তবতাম্ ॥৫৯

পুনরায় কবি মহাপ্রভুর চরণে দৃঢ়ভক্তি বাঞ্ছা করিতেছেন— হে নবকাঞ্চনসুন্দর শ্রীগৌরহরি ! আপনার অনন্য ভক্তগণের ধ্যানমার্গে যেই শ্রীচরণের কোমলতা, নির্মলতা আজও ভূতলে দৃষ্টিগোচর হয়। সেই শ্রীচরণযুগলে আমার রতি আপদে-বিপদে, জন্ম-মরণে দৃঢ়া হউক ॥৫৯

কমলঙ্কুরুতে ন দলৎকমলং চরণং তব চারুতরাচরণম্ ।
পরমাপি যতো মুদমাপ রমা রমণীয়গুণাপ্যথ কা রমণী ॥৬০

মহাপ্রভুর শ্রীচরণ প্রাপ্তিতেই যে পরমানন্দ, তাহাই বলিতেছেন— হে প্রভু ! বিকশিত কমলের মতো সুন্দর এবং মধুরক্রীড়া-পরায়ণ আপনার শ্রীচরণযুগল কাঁহাকে না অলঙ্কৃত করে ? যাঁহাকে প্রাপ্ত করিয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবীও পরমানন্দিনী, অতঃ কোন রমণী আনন্দ লাভ না করে!!৬০

(ইতঃ শ্লোকচতুষ্কে দ্রুতবিলম্বিতম্)

ত্যজত রে বিষয়ান্ বিষবৎ সদা ভজত কাঞ্চন-বঞ্চনকৃদ্দ্যুতিম্।
ব্রজত রে শরণং চরণং হরেঃ সৃজত গৌরপদে রতিমুজ্জ্বলাম্ ॥৬১

লেখক নিজের সমস্ত সখাগণের নিকটে অনুরোধ করিতেছেন—হে মিত্রগণ! বিষয়কে বিষবৎ ত্যাগ করুন, নবকাঞ্চনদ্যুতি শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণযুগলকে আশ্রয় করুন এবং শ্রীগৌরের চরণেই নির্মলা রতি করুন ॥৬১

কমলকোমলকোরকমালিকং তিলকশোভিতচারুসমালিকম্।
বদননির্জিতফুল্লসরোরুহং ভজত গৌরমমন্দশিরোরুহম্ ॥৬২

পুনরায় মিত্রগণের নিকটে অনুরোধ করিতেছেন—হে মিত্রগণ! যিনি পদ্মের কোমল কলিকার মালা ধারণ করিয়াছেন, যিনি সুশোভিত তিলক ধারণ করিয়াছেন এবং যিনি বদনশোভা দ্বারা প্রস্ফুটিত পদ্মের শোভাকে পরাস্ত করিয়াছেন; দীর্ঘ অলকাবলীশোভিত সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে ভজনা করুন।।৬২

জয় শচীজঠরাব্ধিকলানিধে জয় মুকুন্দ নবীনরসাম্বুধে।
জয় জয় প্রণয়েন দয়ানিধে জয় হরে জয় কেশব মাধব ॥৬৩

কবি মুক্তকণ্ঠে মহাপ্রভুর জয়গান গাহিতেছেন—হে শচীদেবীর গর্ভরূপ সমুদ্রের পূর্ণচন্দ্র! হে মুকুন্দ! হে নবনবরসের সাগর! হে দয়ানিধি! হে কেশব! হে মাধব! আপনি প্রেমপূর্বক সর্বদাই ভক্তের হৃদয়ে উদয় হউন ॥৬৩

ভজনতোদিতসর্বগুণালয়ং ভজ নতোদিতসর্বগুণালয়ম্।
স্মর সুবর্ণমহো দয়য়া চিতং স্মরসুবর্ণমহোদয়য়াচিতম্ ॥৬৪

পুনরায় কবি নিজমিত্রগণের নিকট নিবেদন করিতেছেন— হে মিত্রগণ! যাঁহার ভজনে সর্বগুণা মায়া নষ্ট হইয়া যায়, যিনি বিনয়ী-ভক্তগণের হৃদয়ে উদয় হয়েন এবং যিনি কোটিকন্দর্পের লাবণ্যযুক্ত; সুবর্ণবর্ণ সেই শ্রীগৌরহরিকে ভজন এবং স্মরণ করো ॥৬৪

(ইতঃ শ্লোকদ্বয়ে শালিনী)

প্রেমাম্ভোভিঃ স্নাপিতস্নিগ্ধগণ্ডো মন্দাকিন্যা রোধসি স্বর্ণবর্ণঃ।
নিত্যানন্দস্কন্ধবিন্যস্তহস্তঃ কোঽয়ং মাতঃ সংভ্রমাদ্বংভ্রমীতি ॥৬৫

কোন একজন ভক্ত নিজমাতার নিকটে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—হে মাতা! গণ্ডযুগল প্রেমাশ্রুজলে সিক্ত হইয়া এবং শ্রীনিত্যানন্দের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া কে এই মহাপুরুষ গঙ্গার তীরে বারবার ভ্রমণ করিতেছেন??৬৫

আস্তে কোঽপি শ্রীনবদ্বীপমধ্যে ভাগ্যাম্ভোধিঃ শ্রীজগন্নাথমিশ্রঃ।

জাতস্তস্মাদ্দেগৌরচন্দ্রাভিধেয়ো নিত্যং লোকৈর্যঃ স্তুতঃ সোঽয়মেব ॥৬৬

মাতার উত্তর—শ্রীনবদ্বীপমধ্যে শ্রীজগন্নাথমিশ্র নামক একজন ব্যক্তি আছেন। তাঁহারই ভাগ্যসিন্ধু হইতে এই শ্রীগৌরচন্দ্র উদয় হইয়াছেন। ইহাকে সকলেই স্তুতি করেন ॥৬৬

(ইতঃ শ্লোকচতুষ্কে রথোদ্ধতা)

চারুচঞ্চলবিলোচনাঞ্চলঃ প্রেমপূরপরিপূরিতাননঃ।
কুণ্ডলোল্লসিতগণ্ডমণ্ডলঃ কোঽপি ভাতি ভুবি গৌরচন্দ্রমাঃ ॥৬৭

পুনরায় কবি মহাপ্রভুর শোভা বিশেষ বর্ণন করিতেছেন—যাঁহার নেত্র চঞ্চল ও সুন্দর, যাঁহার মুখমণ্ডল প্রেমাশ্রু দ্বারা পরিপূর্ণ, মণিময় কুণ্ডল দ্বারা যাঁহার গণ্ডযুগল সুশোভিত; এইরূপ কোন এক গৌরচন্দ্রমা জগতে প্রকাশ পাইতেছেন ॥৬৭

কুষ্ঠদূষিতসমস্তবিগ্রহঃ কোটিকীটদলিতোঽপি মানুষঃ।
প্রাপ্তদিব্যবপু-রীক্ষণাৎ তব সাদরং বিশতি নন্দনং বনম্ ॥৬৮

মহাপ্রভুর করুণা নিবেদন করিতেছেন— হে প্রভু ! সমস্ত শরীর কুষ্ঠরোগে দূষিত তথা কোটি কোটি কীটের দ্বারা দলিত হইলেও আপনার দর্শনমাত্রেই মানুষ দিব্যশরীর প্রাপ্ত করিয়া নন্দনবনে প্রবেশ করে। আপনার করুণা কে বর্ণন করিবে!!৬৮

গৌরচন্দ্রকরুণামহানদী যাবদেব ভুবমাযযৌ সখে।
তাবদেব সুরবর্ত্ম সঙ্কুলং বীক্ষ্যতে দিবি বিমানবাহকৈঃ ॥৬৯

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর স্বর্গের অবস্থা কেমন, তাহাই লেখক বলিতেছেন— হে মিত্র! যাবৎকাল শ্রীগৌরচন্দ্রের করুণারূপী মহানদী ভূমিতলে আসিয়াছে, তাবৎকাল আকাশে স্বর্গের বিমান দ্বারা দেবতাদিগের মার্গ সংকীর্ণ হইয়াছে ॥৬৯

কেনচিন্নবরসস্পৃশা দৃশা সাদরং বিকচসারসোপমা।
পূর্বজন্মসুকৃতেন বীক্ষ্যতে গৌরচন্দ্রচরণাঞ্চলপ্রভা ॥৭০

মহাপ্রভুর শ্রীচরণের প্রভা কিরূপে দর্শন হয় তাহাই বর্ণন করিতেছেন— পূর্বজন্মে সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিই প্রেমরসে মগ্ন দৃষ্টি দ্বারা সারসপক্ষীর সমান ধবলবর্ণ শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণপ্রান্তের প্রভা দর্শন করিতে সমর্থ হয় ॥৭০

(ইন্দ্রবজ্রা)

দৃষ্টং ন যৈর্গৌরপদারবিন্দং স্পৃষ্টং ন তৎপ্রেমসমস্তসারম্।
হৃষ্টং মনো নৈব চ তৎকথায়াং হা কিং কৃতং তৈর্ভুবি ভাররূপৈঃ ॥৭১

যাহারা মহাপ্রভুর দর্শন অথবা প্রেম প্রাপ্ত করে নাই, তাঁহারা পৃথিবীর ভারস্বরূপ। কবি তাহাই বলিতেছেন— যাঁহারা শ্রীগৌরের পদারবিন্দ দর্শন করে নাই এবং যাঁহারা শ্রীগৌরের প্রেমপ্রাপ্ত কোন বস্তুকে স্পর্শ করে নাই, তাঁহাদের কথায় আমার মন কিঞ্চিৎ আনন্দিত হয় না, হায়! ভূমির ভাররূপ তাঁদেরকে ধিক্ ॥৭১

(ইতঃ শ্লোকচতুষ্কে উপজাতিঃ)

সংসারসিন্ধৌ পতিতং ন পুত্রা ন বান্ধবাস্তারয়িতুং সমর্থাঃ।
দত্ত্বা ততঃ স্বীয়করাবলম্বং ত্বমেব সন্তারয় দীননাথ ॥৭২

মহাপ্রভুই একমাত্র তারক, তাহাই নিবেদন করিতেছেন— হে দীননাথ! আমি সংসারসাগরে পতিত হইয়াছি, আমার পুত্র, বান্ধবাদি কাহারই আমাকে উদ্ধার করিতে সামর্থ্য নাই। অতঃ আপনিই স্বহস্তের দ্বারা আমাকে উদ্ধার করুন ॥৭২

সংসারসন্তাপিতচিত্তপান্থ! যথাকথঞ্চিৎ শরণং গতোঽসি।
শ্রীগৌরপাদাম্বুরুহং ততোঽপি চেদগন্তুমিচ্ছাস্তি মহাননর্থঃ ॥৭৩

কবি নিজচিত্তরূপ পথিককে সাবধান করিতেছেন যে, মহাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিলে মহাবিপদ। তাহাই বলিতেছেন— হে চিত্তরূপ পথিক! তুমি সংসারসাগর অতিক্রমণ করিয়া কোনমতে শ্রীগৌরের চরণকমলের শরণাপন্ন হইয়াছো, পুনঃ যদি অন্যত্র গমন করিতে চাও, তবে তোমার মহান্ অনর্থ সুনিশ্চিত ॥৭৩

ধন্যং নবদ্বীপপুরং ত্রিলোকে মন্দাকিনীমন্দতরঙ্গরঙ্গম্।
যত্রাবতীর্ণো নবহেমগৌরো হরির্হি ভক্তিং প্রকটীচকার ॥৭৪

নবদ্বীপ নগরের শ্রেষ্ঠতা নির্ণয় করিতেছেন— অহো ত্রিলোকে গঙ্গার মন্দ মন্দ তরঙ্গে পরিশোভিত শ্রীনবদ্বীপনগরই ধন্য, যেখানে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীগৌরহরি ভক্তিদেবীকে প্রকট করিয়াছেন ॥৭৪

রসেন তুঙ্গং মদমত্তভৃঙ্গং প্রমোদসঙ্গং জুষতামনঙ্গম্।
লোলৎকুরঙ্গং তনুতাপভঙ্গং সুধাতরঙ্গং ভজ গৌররঙ্গম্ ॥৭৫

কবি নিজ মনকে উপদেশ করিতেছেন— যিনি স্বয়ং রসপূর্ণ হইয়াও ভ্রমরের মতো মত্ত হইয়া রসসংগ্রহ করেন, যিনি ভক্তসঙ্গে অত্যানন্দ লাভ করেন, সেবকগণের যিনি অনঙ্গস্বরূপ, যিনি মৃগের মত স্বীয় রসানুসন্ধান করেন, যাঁহার স্মরণে ত্রিতাপজ্বালা নষ্ট হয়, যাঁহার ভজনে সুধাতরঙ্গ লাভ হয়; হে মিত্র! সেই শ্রীগৌরের ভজন করো ॥ ৭৫

(ইতঃ শ্লোকদ্বয়ে স্রগ্বিণী)

চালয়ন্ যোগিনাং মানসং যোগতঃ লোলয়ঁস্বীলয়া ব্রহ্মমগ্নং মনঃ।
রাজতে যা সদা প্রেমপূরোদরে সাবতু স্রগ্বিণী গৌরমূর্ত্তির্হরেঃ ॥৭৬

মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তিই আমাদের একমাত্র রক্ষক কবি তাহাই বলিতেছেন— যিনি যোগীদিগের মনকে যোগ থেকে চঞ্চল করিয়া আকর্ষণ করেন, ব্রহ্মমগ্নদিগের মনকেও যিনি স্বীয়লীলাদ্বারা লালসান্বিত করেন এবং যিনি সর্বদা প্রেমসমুদ্রে অবগাহন করেন ; সেই হরির পুষ্পমাল্যে শোভিত গৌরবিগ্রহ আমাদিগকে রক্ষা করুক ॥৭৬

শাক্তবাদৈর্মহাদুর্মদৈর্মর্দিতা প্রোল্ললাস ক্ষিতৌ ভক্তিবল্লী যতঃ।
মালয়ালঙ্কৃতশ্চারুবক্ষস্থলে ক্রান্তচিত্তঃ সদা স্যাৎ স গৌরো হরিঃ ॥৭৭

মহাপ্রভুই যে, ভক্তিলতাকে অঙ্কুরিত করিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন— দুষ্টমতি শাক্তবাদের দ্বারা যেই ভক্তিলতা মর্দিতা হইয়াছিল, সেই ভক্তিলতাকে যিনি প্রকট করিয়াছেন; বিবিধ পুষ্পমালায় শোভিত সেই শ্রীগৌরহরি আমাদিগের চিত্তকে সদা আকর্ষণ করুন ॥৭৭

(সুন্দরী)

চরণে তব ষট্পদাবলী ভ্রমতো গুঞ্জতি পঙ্কজাবলেঃ।
অভিতো বদনং শশিভ্রমা-দ্ভ্রমতে চারুচকোরমণ্ডলী ॥৭৮

মহাপ্রভুর দর্শনে সকলের মতিভ্রম হইতেছে, তাহাই লিখিতেছেন— হে প্রভু ! পদ্মের ভ্রমে আপনার শ্রীচরণপদ্মে ভ্রমরগণ গুঞ্জন করিতেছে এবং চন্দ্রের ভ্রমে আপনার বদনচন্দ্রের চতুর্পার্শ্বে চকোরপক্ষীসমূহ ভ্রমণ করিতেছে ॥৭৮

(ইতঃ শ্লোকদ্বয়ে আর্য্যা)

চঞ্চললোচনযুগ্মং বদনং ন হি হেমগৌরবর্ণস্য।
কিন্তু স্ফীতসরোবর-মুল্লসতে মীনযুগলেন ॥৭৯

মহাপ্রভুর বদনশোভা জ্ঞাপন করিতেছেন— আরে ভাই! চঞ্চললোচনশোভিত এই বদনমণ্ডল শ্রীগৌরহরির নহে, অপি তু, মীনযুগলকে ধারণের ছলে উজ্জ্বলসরোবর শোভা পাইতেছে ॥৭৯

বিলসতি গৌরো নৃত্যে ভক্তগণৈর্মত্তমানসৈঃ সাকম্।
ভাবৈর্যুক্তঃ প্রেম্ণা সাত্ত্বিকসঞ্চারিভিঃ কিময়ম্ ॥৮০

কোন এক ভক্তের জিজ্ঞাসা— আরে ভাই! প্রেমোন্মত্ত ভক্তগণের

সহিত সাত্ত্বিকসঞ্চারী-ভাবাবলীদ্বারা ভূষিত হইয়া নৃত্যের মধ্যে কে ইনি বিলাস করিতেছেন ? ইনি কি শ্রীগৌরসুন্দর!!৮০

(বিয়োগিনী)

হরিণীগণহারিলোচনো মদমত্ত-দ্বিপ-চারু-বিক্রমঃ।
হরিচন্দনচর্চিতঃ পুরো ভুবি গৌরাঙ্গহরির্বিলোক্যতাম্ ॥৮১

তাহার উত্তরে কবি বলিতেছেন— আরে ভাই! যাঁহার চঞ্চললোচনযুগল হরিণের চঞ্চল-ভঙ্গিমাকে তিরস্কার করে, যাঁহার গতি মত্তগজেন্দ্রের গমনকেও গঞ্জন (তিরস্কার) করে এবং যিনি সর্বাঙ্গে চন্দনে চর্চিত ; সেই শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু তোমার অগ্রে রহিয়াছেন, তাঁহাকে তুমি অবলোকন করো ॥৮১

(স্বাগতা)

মোহমত্তগজমর্দনসিংহঃ পাপতাপতিমিরক্ষয়সূর্যঃ।
ভক্তলোচনচকোরশশাঙ্কঃ কোঽপি মে মনসি তিষ্ঠতু গৌরঃ ॥৮২

মহাপ্রভুর বহুবিধ প্রকাশের বর্ণন করিতেছেন— যিনি মোহরূপ মত্তগজকে দমন করিতে সিংহস্বরূপ, যিনি পাপতাপরূপ অন্ধকারকে নাশ করিতে সূর্যস্বরূপ, যিনি ভক্তগণের লোচনরূপ চকোরপক্ষীর চন্দ্রস্বরূপ, সেই অনির্বচনীয় কোন এক শ্রীগৌরবিগ্রহ আমার হৃদয়ে অবস্থান করুক ॥৮২

(দোধকম্)

কাঞ্চন-কেতক-বন্ধুর-বর্ণং রত্নবিনির্মিত-কুণ্ডলকর্ণম্।
চিন্তয় চিত্ত মনোমতিচৌরং জন্মনি জন্মনি জন্মনি গৌরম্ ॥৮৩

কবি নিজ মনকে উপদেশ করিতেছেন— হে চিত্ত! যাঁহার বর্ণ কাঞ্চনপুষ্পের মতো সুন্দর এবং যাঁহার কর্ণে রত্নের কুণ্ডল সুশোভিত; মনোমতিকে হরণকারী সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রতি জন্মে চিন্তা করো ॥৮৩

(মত্তা)

প্রেমাম্ভোধেস্তরলতরঙ্গৈঃ সংসারং যা দহতি চ তাপম্।
চৈতন্যস্যাবসতু সদা মে চিত্তে মূর্তির্হরিরিসমত্তা ॥৮৪

কবি মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণপ্রেমমত্তস্বরূপকেই যাচ্ঞা করিতেছেন— প্রেমতরঙ্গের চঞ্চলতরঙ্গের দ্বারা যিনি সংসারের তাপকে তাপিত করেন, শ্রীচৈতন্যদেবের সেই হরিরসমত্ত বিগ্রহ আমার চিত্তে অবস্থান করুক ॥৮৪

(পজ্ঝটিকা)

বিলসতি গৌরহরের্যদি করুণা মশকা ইব বিধি-শঙ্কর-বরুণাঃ।
গৌররসে যদি মজ্জতি চেতঃ শুক্তিসমা কিল মুক্তিস্তস্য ॥৮৫

পুনরায় কবি মহাপ্রভুর করুণার বর্ণন করিতেছেন— যাঁহার চিত্তে শ্রীগৌরহরির করুণা বিলাস করে, আমার মতে বিধি-শঙ্করাদি দেবগণও তাঁহার সমক্ষে মশকের মতো এবং যাঁহার চিত্ত শ্রীগৌররসে মগ্ন হইয়াছে, মুক্তিও তাঁহার শুক্তির মতো সহজ লভ্য ॥৮৫

(মুরলা)

মধুরস্মিত-চারুকপোলে, কটিচুম্বিতনীলনিচোলে।
রসকেলি-মনোমণি-চৌরে রতিরস্তু সদা মম গৌরে ॥৮৬

কবি নিজের রতির স্থান নির্ণয় করিতেছেন— যাঁহার গণ্ডস্থল মন্দ মন্দ হাস্যযুক্ত, যিনি কটিদেশে নীলাম্বর শোভা পাইতেছে, যিনি নিজের রসময়ী লীলাদ্বারা রসিকগণের মনরূপ মণিকে হরণ করেন; সেই শ্রীগৌরেই আমার রতি সদা বর্দ্ধিত হউক ॥৮৬

(তুণকম্)

ত্বাং হসন্তি বান্ধবাস্তদা হসন্তু নির্ভরং মত্তমামনন্তি চেৎ তদা বদন্তু কা ক্ষতিঃ।
মিত্র বাঞ্ছসি প্রিয়ং নিজং পরত্র তচ্ছৃণু হেমগৌরপাদপদ্মমাশ্রয়ং সদা কুরু।।৮৭

পুনরায় কবি নিজমনকে সদুপদেশ করিতেছেন—হে মিত্র ! তোমাকে দেখিয়া যদি কেহ হাস্য করে হাসিতে দাও, তোমাকে যদি কেহ পাগল বলে বলিতে দাও, তাতে তোমার ক্ষতি কী? তুমি যদি নিজের হিত চাও, তবে হেমবর্ণ শ্রীগৌরের পাদপদ্মকে আশ্রয় করো ॥৮৭

(দ্বিপথা)

গৌরচন্দ্রচরণে রতির্বিলসতি বিশদা যস্য।
প্রেমপূরপরিপূরিতং নিত্যং হৃদয়ং তস্য ॥৮৮

মহাপ্রভুই যে, প্রেমসিন্ধু তাহা বলিতেছেন—যাঁহার বিশুদ্ধা রতি শ্রীগৌরচন্দ্রচরণে বিলাস করে, তাঁহার হৃদয়রূপ সরোবর সদাই প্রেমপরিপূর্ণ থাকে ॥৮৮

(ভ্রমরবিলসিতা)

মল্লীবল্লী ভ্রমরবিলসিতা ফুল্লা গেহং সুরভয়তি যথা।
তদ্বচ্চিত্তং সুখয়তু সততং ভক্তির্গৌর-স্মরণ-রসযুতা ॥৮৯

কবি মহাপ্রভুর ভক্তিই কামনা করিতেছেন—যেমন প্রস্ফুটিত

মল্লিকালতা ভ্রমরগণ কর্তৃক সুশোভিত হইয়া গৃহকে সুগন্ধিত করে, তেমন আমার ভক্তিলতা সতত শ্রীগৌরের স্মরণে থাকিয়া আমার চিত্তকে সুখী করুক ॥৮৯

(দোলা)

লীলাঙ্গীকৃতরূপশ্চৈতন্যো রসভূপো জ্ঞাত্বা পাপরতং মাং কর্তা নৈব কৃপাং চেৎ।
হা হা ত্যক্তসমস্তঃ পাপে কর্মণি শস্তঃ সংসারে পদবীং কাং যাস্যেঽহং গতশঙ্কাম্ ॥৯০

মহাপ্রভুর কৃপা ব্যতীত কি হইবে তাহাই কবি বলিতেছেন— যিনি লীলার জন্য বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন, যিনি রসরাজ-স্বরূপ; সেই শ্রীগৌরহরি যদি আমায় পাপে রত দেখিয়া কৃপা না করেন! হায় হায়! সর্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আমি সংসারের দুঃখময় মার্গে পতিত হইয়া কিরূপে রহিব!!৯০

(দোলা)

যোগাভ্যাসকৃতো যে খিন্নাঃ স্বান্তনিরোধাৎ কর্মিষ্ঠা অপি দৃষ্টা নানোপায়সকৃষ্টাঃ।
লোলা যে বিষয়েষু ক্লিশ্যন্তে কিল তেঽপি তস্মাৎ ত্বং ভজ গৌরং ত্যক্ত্বা সর্বমুপায়ম্ ॥৯১

পুনরায় কবি নিজমনকে বলিতেছেন—অন্তঃকরণ-নিরোধ পূর্বক খিন্নকায় হইয়া যোগাভ্যাসকারী ও নানা উপায়ে কষ্টপ্রাপ্ত কর্মীদিগকেও দেখা হইয়াছে এবং বিষয়ে লালসান্বিতদিগকেও দেখিয়াছি; সকলেই ক্লেশ পাইতেছে। অতএব ওরে মন! তুমি সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরহরিকে ভজনা করো ॥৯১

(চণ্ডী)

জয়তি জয়তি তব মাধব লীলা নিজ-জন-দুরিত-বিদারণশীলা।
বিমুখ-দনুজ-কুল-নাশন-চণ্ডী সদয়-হৃদয়-জন-মানস-হংসী ॥৯২

কবি মহাপ্রভুকে মাধব-নামে সম্বোধন করিয়া তাঁহার লীলার মহিমাগান করিতেছেন—হে মাধব! আপনার লীলার জয় হউক। কারণ, নিজজনের দুঃখ দূর করাই তাঁহার স্বভাব এবং আপনার বিমুখ দৈত্যদিগকে নাশ করিবার জন্য তিনি চণ্ডীস্বরূপা আবার আপনার ভক্তগণের পক্ষে তিনি মানসহংসীময়ী ॥৯২

(মালতী)

অলিরিব পুষ্পিতমালতীলতাং হিমকিরণং চ চকোরমণ্ডলী।
ঘনমিব চাতকসংহতির্যথা তব পদমিচ্ছতু মামকং মনঃ ॥৯৩

কবি মহাপ্রভুর শ্রীচরণকমলে নিজের মনকে নিয়োগের প্রার্থনা

করিতেছেন— হে প্রভু ! ভ্রমরগণ যেরূপ বিকশিত মালতীপুষ্পের প্রতি ধাবিত হয়, চকোরপক্ষী যেরূপ চন্দ্রকিরণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকে এবং চাতকপক্ষী যেরূপ মেঘের অপেক্ষায় কালাতিপাত করে; সেরূপ আমার মন আপনার শ্রীচরণ-কমলকে কামনা করুক ॥৯৩

(রুচিরা)

নরাতুরামবতরতি স্ম মাধবো ধরাং যথা সুখয়িতুমদ্ভুতৈর্গুণৈঃ।
তথৈব কিং প্রিয়সখ ভক্তিমুদ্ধরন্ শচীসুতো বিমুখজনেন মর্দিতাম্ ॥৯৪

মহাপ্রভু যে, ভক্তিদেবীকে উদ্ধারের জন্য আসিয়াছেন, তাহাই নিজমনকে বলিতেছেন—হে সখে! শ্রীমাধব যেমন নিজ অদ্ভুত গুণাবলী সহিত দুঃখিতজনযুক্তা ভূমিদেবীকে সুখ দানের জন্য অবতার ধারণ করিয়াছিলেন; তেমন বিমুখজন কর্তৃক মর্দিতা শ্রীভক্তিদেবীকে উদ্ধারের জন্য শ্রীশচীসুত আসিয়াছেন ॥৯৪

(জলোদ্ধতগতিঃ)

নমামি করিণীমনোজ্ঞগমনং সমস্ত-দুরিতপ্রমাদশমনম্।
শচীপ্রিয়সুতং প্রসন্নহসিতং শশাঙ্কধবলং প্রমোদচপলম্ ॥৯৫

কবি মহাপ্রভুকে প্রণাম করিতেছেন— যাঁহার গমন করিণীর মতো মনোহর, যিনি সমস্ত দুঃখকে নাশ করেন; সেই প্রসন্নবদন এবং চন্দ্রের মতো ধবলবর্ণ চঞ্চল শ্রীশচীনন্দনকে আমি নমন করি ॥৯৫

(ত্বরিতগতিঃ)

ত্বরিতগতী রতিরভসাদ্রচিত-নতির্হরিচরণে।
অবতু সদা প্রণয়মুদা ভজনপতির্মম স গতিঃ ॥৯৬

লেখক নিজরক্ষাকর্তা দেবের গমনভঙ্গি বর্ণন করিতেছেন—যিনি প্রেমের বেগে কখনও শীঘ্র গমন করেন, কখনও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে বিনয়ী হয়ে নমন করেন; সেই প্রভুই আমাকে প্রেমপূর্বক রক্ষা করুন, তিনি আমার ভজনের গতি ॥৯৬

(হংসী)

ক্রীড়াং কুর্যাৎ শ্রীচৈতন্যপ্রণয়সরসি মম মতিরিব হংসী
অন্যদ্বাদং ত্যক্ত্বা বাণী রসয়তু তদমলগুণগণগাথাম্।
সংসারেঽস্মিন্নান্যা বার্তাঃ শ্রবণযুগলমপি মম কলয়েৎ তু
প্রেমোন্মত্তঃ সোঽয়ং গৌরো নটতু মনসি মম সহ নিজভক্তৈঃ ॥৯৭

কবি নিজেন্দ্রিয়সমূহকে মহাপ্রভুর সেবায় নিয়োগ করিতেছেন—আমার

মতিরূপী হংসী শ্রীচৈতন্যপ্রণয়-রসসরোবরে ক্রীড়া করুক, আমার বাণী অন্যবার্তাকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যের অমলগুণগাথা গান করুক, আমার কর্ণযুগলও অন্য বৃথা কথা না শ্রবণ করিয়া শ্রীচৈতন্যলীলাই শ্রবণ করুক এবং শ্রীগৌরহরি নিজভক্তগণের সহিত আমার মনঃপ্রাঙ্গনে প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করুক ॥৯৭

(মদিরা)

মাধবভক্তমনঃ-সরসাম্বুজ-সংহতি-জাগরণ-প্রথিতঃ
তর্কবিদূষিত-লোচন-মূকিত-দুর্জন-ঘূক-নিরাশকরঃ।
স্বীয়পদাম্বুজ-সেবক-মানস-পাপ-তমিস্র-বিনাশকরো
রাজতি গৌরহরির্ভুবনে রমণীয়রুচিঃ প্রকটস্তরণিঃ ॥৯৮

মহাপ্রভুর গুণবিশেষ লিখিতেছেন— যিনি শ্রীকৃষ্ণভক্তদিগের সরস মানসরূপ কমলকে প্রস্ফুটিত করিতে প্রসিদ্ধ, কুতর্কের দ্বারা দূষিতনেত্রজনদিগকে যিনি মূক করেন, দুর্জনরূপ উলূকদিগকে যিনি নিরাশ করেন, আর নিজপাদাম্বুজ-সেবকদিগের মানসিক-পাপতাপরূপ অন্ধকারকে যিনি বিনাশ করেন; সেই রমণীয় কান্তিযুক্ত শ্রীগৌরসূর্য্য ভুবনে শোভা পাইতেছেন।।৯৮

(ইতঃ শ্লোকত্রয়ে নিরোষ্ঠসোরঠা)

ভ্রমারম্ভেন রহিতো নতরঙ্গবিধায়কঃ।
অজড়াত্মাতিমধুরঃ অপূর্বোঽয়ং রসার্ণবঃ ॥৯৯

কবি জগতে এক অপূর্ব রসসাগরের সন্ধান দিতেছেন— হে সখা! জগতে এই এক অপূর্ব অতিমধুর রসসাগর, যাহাতে পতিত হইলে আর অন্য কিছু ভ্রম থাকে না এবং বিনয়ীগণের আনন্দ বিধান করেন; যাহা সম্পূর্ণ জড় পদার্থ রহিত ॥৯৯

মুক্তাবির্ভাবিতগুণো ধীবরৈরবগাহিতঃ।
নবদ্বীপানন্দদায়ী গৌরোঽয়ং সাগরায়তে ॥১০০

উক্ত রসসাগর যে শ্রীগৌরসুন্দরই তাহা নিশ্চিত করিতেছেন—মুক্তগণ যাঁহার গুণগান করেন এবং বুদ্ধিমানগণ যাঁহাতে নিরন্তর মগ্ন থাকেন; সেই নবদ্বীপানন্দদায়ী শ্রীগৌরহরি রসসাগরের মতো হইয়া বিরাজমান আছেন ॥১০০

দয়ানিধিঃ কিল যেন শ্রীচৈতন্যশ্চিন্তিতঃ।
দত্তশ্চরণস্তেন, কৃষ্ণকেলি-রসসাগরে।।১০১

উক্ত রসসাগরে ডুবিবার অধিকারী নির্ণয় করিতেছেন—যে দয়ানিধি

শ্রীচৈতন্যদেবকে চিন্তন করিয়াছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের কেলিরসসাগরে মগ্ন হইয়াছেন ॥১০১

(সর্বতোভদ্রঃ)

বন্দে দম্ভিভিদং দেবং সংগতাজিজিতাগসম্।
রঙ্গাসাররসাগারং মঙ্গলাচ্ছচ্ছলাগমম্ ॥১০২

কবি মহাপ্রভুর বন্দনা করিতেছেন— আমি সেই দয়ালুদেবকে বন্দনা করি। যিনি দুষ্টগণের দলকেও সদুপদেশ দ্বারা নির্মূল করিয়াছেন, যিনি সৎসঙ্গের দ্বারা ভক্তদিগের অপরাধ জয় করেন, যিনি উৎসবানন্দের আগার স্বরূপ এবং যিনি পূর্বকৃত পুণ্যকর্মের ফলেই ভক্তের হৃদয়ে উদয় হয়েন ॥১০২

(ষোড়ষদলকমলবন্ধোঽয়ম্)

নীরজারণ্যরম্যোরস্সারভারহরস্মর।
ভর গৌর দরস্মের হীরহার পরজ্বর ॥১০৩

পুনরায় কবি মহাপ্রভুর নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন— হে পদ্মবনের শোভাকে তিরস্কারী শ্রীগৌরাঙ্গ! হে স্বশত্রুকে জ্বরবৎ তাপদায়ক! হে ঈষৎ হাস্যশোভিত দেব! আপনি স্বসৌন্দর্য্যামৃতের দ্বারা আমার পোষণ করুন ॥১০৩

(গোমূত্রিকাবন্ধোঽয়ম্)

গৌরং ভজত রে মূঢ়ত্রাসদং চিরসম্ভৃতাম্।
দূরং ত্যজত রে গূঢ়বাসনাং চিত্তসঙ্গতাম্ ॥১০৪

কিরূপে মহাপ্রভুর ভজনা করিব তাহাই বলিতেছেন—মিত্রগণ! যিনি পূর্বাবতারে মূঢ়গণকে ভয় দেখিয়ে নাশ করিয়াছিলেন, সেই প্রভুই শ্রীগৌররূপে ভক্তগণের অনাদি-কালের বাসনাকে নাশের জন্য গূঢ়রূপে আসিয়াছেন; অতঃ সূক্ষ্মবাসনাকে ত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরকে ভজনা করো ॥১০৪

(অথ কাদাচিৎকী-কথা)

শ্রীরাধিকা-সহজভাব-নিমগ্নচিত্তঃ কূর্মাঙ্গবদ্ধৃদি নিগূহিত-সর্বগাত্রঃ।
রোমাঞ্চরঞ্জিতসমস্ততনুঃ কদাপি গৌরো জনৈঃ কনকপিণ্ড ইব ব্যলোকি ॥১০৫

এখন গ্রন্থকার নয়টি শ্লোকে মহাপ্রভুর কোনো এক বিশেষ লীলা বর্ণন করিতেছেন— একদিন ভক্তগণ দর্শন করিলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাধিকার স্বাভাবিকভাবে মগ্ন হইয়া কূর্মের মতো হস্তপদ হৃদয়ে

সঙ্কুচিত হইয়া স্বর্ণপিণ্ডের সমান একস্থান নিশ্চলরূপে রহিয়াছেন আবার তাঁহার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে ॥১০৫

বিলোক্য তাং গৌরহরেরবস্থাং সংকীর্তনং ভক্তগণশ্চকার।
তেন প্রবুদ্ধাখিলচিত্তবৃত্তি-র্বাহ্যাং দশাং গৌরহরিঃ প্রপেদে ॥১০৬

তখন শ্রীমহাপ্রভুকে এমতাবস্থায় দশায় দর্শন করিয়া ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে হরিসংকীর্তন করিতে লাগিলেন এবং তাহা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন ॥১০৬

তং বীক্ষিতুং সেবিতুমপ্যনল্প-শ্রদ্ধাভরো গৌরহরেঃ স্বরূপম্।
কশ্চিদ্দ্বিজো গৌরপদানুরাগী গোপালভট্টঃ স্পৃহয়াঞ্চকার ॥১০৭

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তস্বরূপকে দর্শন এবং সেবনের জন্য কোন একজন শ্রীগোপালভট্ট-নামক দ্বিজ স্পৃহা করিয়াছিলেন ॥১০৭

জ্ঞাত্বা স্বভক্তস্য মনোরথং তং স্বপ্নান্তরে তং নিজগাদ গৌরঃ।
ত্বং গণ্ডকীং নাম নদীং প্রযাহি শিলারূপেণ বসামি তস্যাম্ ॥১০৮

অতঃপর শ্রীমহাপ্রভু নিজভক্তের মনোরথ জানিয়া স্বপ্নে শ্রীগোপালভট্টজীকে বলিয়াছিলেন—তুমি গণ্ডকী নদী তীরে গমন করো, সেখানে আমি শিলারূপে অবস্থান করিতেছি ॥১০৮

বহ্ব্যঃ শিলা যদ্যপি তত্র সন্তি পরন্তু সৈকা প্রথমং ত্বদীয়ে।
হস্তে গমিষ্যত্যথ গূঢ়চিহ্নাং তামানয় ত্বং যদি সাভিলাষঃ ॥১০৯

তথায় বহু শিলা থাকিলেও প্রথমে যেইটি তোমার হস্তে আসিবে, যদি অভিলাষ থাকে তবে সেইটিকে আনয়ন করো ॥১০৯

ততঃ প্রবুদ্ধঃ স বিরক্তমৌলি-রাজ্ঞাং প্রভোর্মূর্ধ্নি নিধায় যত্নাৎ।
তথৈব চক্রে শয়নে যথৈব তমাদিশচ্চম্পক-চারুবর্ণঃ ॥১১০

তৎপরে বিরক্তশিরোমণি শ্রীগোপালভট্টজী জাগরিত হইয়া স্বপ্নে যেমন চম্পকপুষ্পের মতো সুন্দর শ্রীগৌরহরি আদেশ করিয়াছিলেন, সেই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া গণ্ডকীনদীতীর হইতে শালগ্রামশিলা আনয়ন করেন ॥১১০

ভাবেন তেনাথ নিষেবিতায়া-স্তস্যাঃ সকাশাদ্বপুরাবিরাসীৎ।
শ্রীরাধিকাভাব-বিভাবিতাঙ্গং তদেব 'রাধারমণং' বদন্তি ॥১১১

অতঃপর নিত্যই শ্রীগোপালভট্টজী ভাবের সহিত তাহার সেবা করিতেন এবং পরে সেই শিলা হইতে এক শ্রীবিগ্রহ প্রকটিত হয়, তাকেই বিজ্ঞজন শ্রীরাধাভাববিভাবিতাঙ্গ 'শ্রীরাধারমণ' বলিয়া থাকেন ॥১১১

গোপালভট্টো ভুবি ধন্যমান্যঃ প্রেম্ণা যদীয়েন শিলাং বিদার্য্য।
প্রাদুর্বভূব ত্রিজগৎসুখায় শ্রীরাধিকায়া রমণো মুকুন্দঃ ॥১১২

সেই শ্রীগোপালভট্টজী ধন্য, যাঁহার প্রেমে জগতের সুখের জন্য স্বয়ং মুকুন্দ শ্রীরাধারমণরূপে শিলাবিদারণ পূর্বক প্রকট হইয়াছেন ॥১১২

গোবিন্দবক্ত্রমিব যস্য মুখেন্দুবিম্বং গোপীপতেরিব কপাটসমং চ বক্ষঃ।
লীলালসা গতিরিব স্মরমোহনস্য শ্রীরাধিকারমণ এষ বিভাতি ভূমৌ ॥১১৩

যাঁহার বদনমণ্ডল শ্রীগোবিন্দের মতো, বক্ষস্থল শ্রীগোপীনাথের মতো এবং শ্রীমদনমোহনের মতো লীলাপরায়ণ; সেই শ্রীরাধারমণ জগতে শোভা পাইতেছেন। (শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ এবং শ্রীমদনমোহনের মিলন স্বরূপ 'শ্রীরাধারমণজী') ॥১১৩

(চিত্রলেখনামকং ছন্দঃ)

মাধুর্য্যাদি-প্রথিতগুণগণং চিত্রচাতুর্যযুক্তং
দোষাস্পৃষ্টং মুদিতকবিকুলং বক্রশোভাপ্রসন্নম্।
সালঙ্কারং ললিতপদযুগং চারুবর্ণং মদীয়ং
কাব্যং গৌরপ্রকটবপুরিব স্যাৎ সদা ভক্তসেব্যম্ ॥১১৪

অতঃপর কবি কাব্যের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া ভক্তগণকে পঠনের অনুরোধ করিতেছেন—হে ভক্তগণ! আমার এই সাক্ষাৎ শ্রীগৌরবিগ্রহ স্বরূপ শ্রীগৌরপ্রেমোলাকাব্য অনুশীলন করুন। ইহা মাধুর্যাদি প্রসিদ্ধ কাব্যগতগুণ চিত্রকাব্য এবং শব্দার্থালঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা নির্দোষ ললিতপদবিন্যাসে লিখিত হইয়াছে, এজন্য ইহা কবিগণকে আনন্দ প্রদান করিবে ॥১১৪

চৈতন্যপাদাম্বুজচঞ্চরীক-স্তদীয়জাগ্রৎ-করুণাবলম্বঃ।
বিচিত্রচাতুর্য্যযুতশ্চকার কাব্যং কবির্নন্দকিশোরনামা ॥১১৫

অন্তে কবি নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করিতেছেন—যিনি শ্রীচৈতন্যপাদাম্বুজের চঞ্চরীক, শ্রীচৈতন্যের করুণাই যাঁহার অবলম্বন; সেই বিচিত্রচাতুর্য্যগুণ সম্পন্ন শ্রীনন্দকিশোরগোস্বামী এই 'শ্রীগৌরপ্রেমোল্লাসকাব্য' রচনা করিল ॥১১৫

বসু-গ্রহ-ব্যাকরণেন্দুসম্মিতে সম্বৎসরে কাব্যমিদং বিনির্মিতম্।
আষাঢ়মাসে বুধবাসরান্বিতে হরের্দিনে মেচকপক্ষসংযুতে ॥১১৬

পরিশেষে কবি গ্রন্থ সমাপনের কাল নির্ণয় করিতেছেন— বসু (৮), গ্রহ (৯), ব্যাকরণ (৮), ইন্দু (১) অর্থাৎ ১৮৯৮ সম্বৎসরে, আষাঢ় মাসে,

বুধবারে, কৃষ্ণপক্ষে, একাদশীর দিনে শ্রীধামবৃন্দাবনে এই কাব্য সমাপ্ত হইল ॥১১৬

ইতি শ্রীমদখিল-মহীমণ্ডল-দেদীপ্যমান-যশোগান-কবিকুল-চক্রবর্ত্তি গীতগোবিন্দ-কর্তৃক-শ্রীজয়দেবগোস্বামি-বংশোদ্ভব-ভাগবতচন্দ্র-শ্রীনন্দকিশোরচন্দ্রগোস্বামিপ্রভু-প্রণীতং শ্রীগৌরপ্রেমোল্লাসকাব্যং সম্পূর্ণম্ ॥

শ্রীগোবিন্দাষ্টাকম্

বেদৈর্ভেদৈরনেকৈঃ প্রকটিতমহিমা পূর্ণবিজ্ঞানমূর্ত্তিঃ
সংসারাপারসিন্ধুপ্রপতিতমনুজৈর্দুর্ল্লভো নিত্যশক্তিঃ।
যো ব্রহ্মাদীন্ সমস্তান্ নিয়মিতপুরুষান্ মায়য়াক্রান্তচিত্তান্
স শ্রীগোবিন্দদেবঃ সুখয়তু বিলসন্ মাং কৃপাপাঙ্গভঙ্গ্যা ॥১
কালিন্দীভঙ্গসঙ্গস্ফুরিতহিমগুণৈঃ স্পর্শনৈঃ সেব্যমানে
বৃন্দারণ্যান্তরঙ্গে বিহরতি বিবিধৈর্ব্বিভ্রমৈর্ব্বিভ্রমৈর্যঃ।
প্রোদ্যত্তারুণ্যদেহঃ পশুপমৃগদৃশাং মণ্ডলালিঙ্গিতাঙ্গঃ
স শ্রীগোবিন্দদেবঃ সুখয়তু বিলসন্ মাং কৃপাপাঙ্গভঙ্গ্যা ॥২
শৌণ্ডীরং সারসানামসিতরুচিভৃতাং মর্দ্দয়ন্নঙ্গকান্ত্যা
নক্ষত্রেশার্বুদানাং দ্যুতিবলয়মপি ত্রাসয়ন্নাস্যরুগ্‌ভিঃ।
কন্দর্পানল্পদর্পং পরিশময়তি যচ্চারুসৌন্দর্য্যলক্ষ্মীঃ
স শ্রীগোবিন্দদেবঃ সুখয়তু বিলসন্ মাং কৃপাপাঙ্গভঙ্গ্যা ॥৩
কংসাদ্যা দানবেন্দ্রা অপি পরমসুখং প্রাপিতা যেন লোকং
শোকং দূরীকরোতি প্রকটিতচরিতৈর্যোঽমরাণাং নরাণাম্।
কারুণ্যানন্দসিন্ধুর্দরকৃতভজনাভাসতুষ্টান্তরঙ্গঃ
স শ্রীগোবিন্দদেবঃ সুখয়তু বিলসন্ মাং কৃপাপাঙ্গভঙ্গ্যা ॥৪
কর্ণালঙ্কারধারী করকমললসৎকঙ্কণঃ কম্বুকণ্ঠে
মালাং সৌগন্ধ্যশালাং মণিগণরচিতাংস্তারহারান্ দধানঃ।
মঞ্জীরোদ্ভূতশব্দৈর্ব্বিরসয়তি চ যশ্চারুচক্রাঙ্গনাদান্

স শ্রীগোবিন্দদেবঃ সুখয়তু বিলসন্ মাং কৃপাপাঙ্গভঙ্ক্যা ॥৫
রাধা বামাঙ্গে বিলসতি রুচিরা যস্য লীলাকরস্য
চিত্রাদ্যাঃ প্রাণসখ্যশ্চমরচয়করা ভাতি সর্বপ্রদেশে।
কেকাপুঞ্জে নিকুঞ্জে কুসুমসুরভিণা সংস্কৃতে সন্নিবিষ্টে
স শ্রীগোবিন্দদেবঃ সুখয়তু বিলসন্ মাং কৃপাপাঙ্গভঙ্ক্যা ॥৬
বংশীবাদ্যেন বিদ্যানিধিমপি গিরিশং মোহমগ্নং করোতি
শান্তানাং শান্তিসিক্তং তরলয়তি মনো যঃ কলাকৌতুকাঢ্যঃ।
নন্দানন্দী যশোদাপ্রণয়রসবপুর্গোকুলানন্দদায়ী
স শ্রীগোবিন্দদেবঃ সুখয়তু বিলসন্ মাং কৃপাপাঙ্গভঙ্ক্যা ॥৭
গীর্বাণেশেন ভক্ত্যা সহসুরভিসুরৈঃ সাদরং যোঽভিষিক্তো
দৃষ্ট্বা গোবর্ধনস্যোদ্ধৃতিমমরকুলৈর্দুর্গমাং বিস্মিতেন।
গন্ধর্বৈর্গীয়মানামলচরিতকথামঞ্জুমাধুর্য্যভারঃ
স শ্রীগোবিন্দদেবঃ সুখয়তু বিলসন্ মাং কৃপাপাঙ্গভঙ্ক্যা ॥৮
শ্রোত্রপ্রান্তাভ্যুপেতঃ পরমপদসুখং কীর্তিতঃ কৃষ্ণভাবং
দুর্লঙ্ঘং যো দদাতি প্রথিতঘনরসশ্চারুবিন্যস্তবর্ণঃ।
গোবিন্দানন্দলীলাখচিতপদগণং বিজ্ঞবুদ্ধিপ্রমোদং
পদ্যানামষ্টকং তং ব্যরচয়দমলং নন্দপূর্বঃ কিশোরঃ ॥৯

ইতি শ্রীনন্দকিশোরগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীগোবিন্দাষ্টকং সমাপ্তম্।।

---ঃ০ঃ---

শ্রীযমুনাষ্টকম্

মদ-কলকল-কলবিঙ্ক-কুলাকুল-কোক-কুতূহলনীরে
তরুণ-তমাল-বিশাল-রসাল-পলাশ-বিলাস-সুতীরে।
তরল-তুষার-তরঙ্গ-বিহার-বিলোলিত-নীরজ-নালে
মম দুরিতং ত্বরিতং হি বিনাশয় নলিনানন্দকবালে ॥১
ললিত-কদম্ব-কদম্ব-নিতম্ব-ময়ুর-মনোহর-নাদে
নিজ-জলসঙ্গিত-শীতল-মারুত-সেবিত-পাদপ-পাদে।
বিকসিতসিতশতপত্রলসদগমনাঞ্চিতমত্তমরালে
মম দুরিতং ত্বরিতং হি বিনাশয় নলিনানন্দকবালে ॥২
রাধারমণ-চরণ-শরণাগতি-জীবন-জীবন-বাহে

বহুতর-সঞ্চিত-পাদপ-বিদারণ-দূরীকৃত-ভবদাহে।
বিশ্ববিস্মাপক-দুর্জন-তাপক-নিজতেজো-জিতকালে
মম দুরিতং ত্বরিতং হি বিনাশয় নলিনানন্দকবালে ॥৩
অমরনিকর-বরবাগভিনন্দিত-হরি-জলকেলি-বিলাসে
নিজ-তটবাসি-মনোরথ-পূরণকৃত-সুরতরু-পরিহাসে।
স্নানবিমর্দিত-হরিপদ-কুঙ্কুমপঙ্ক-কলঙ্কিত-ভালে
মম দুরিতং ত্বরিতং হি বিনাশয় নলিনানন্দকবালে ॥৪
অমলকমলকুল-দলচলমধুকর-নিকরনিনদপ্রতিধ্বনিশোভে
স্বসলিলশীকর-সেবক-নরবর-সমুদিত-হরিপদ-লোভে
স্বাঙ্গস্পর্শ-সুখীকৃত-বায়ুসমুদ্ধত-জনপদ-জালে
মম দুরিতং ত্বরিতং হি বিনাশয় নলিনানন্দকবালে ॥৫
মণিগণ-মৌক্তিক-মঞ্জুল-মাল-নিবদ্ধ-তটদ্বয়-ভাসে
প্রকরনিকর-তনুধারি-সুরেশ্বর-মণ্ডল-রচিত-নিবাসে।
বিপুল-বিশদ-মৃদুতলপুলিনাবলি-কমন-গমন-বকমালে
মম দুরিতং ত্বরিতং হি বিনাশয় নলিনানন্দকবালে ॥৬
অগণিতগুণগণ-সাধন-সমুদয়-দুর্লভ-ভক্তি-তড়াগে
সানন্দা-ত্যবগাহন-দায়িনি মাধবসম-তনুরাগে।
রসনিধি-সুখবিধিকারণ-কেশবপাদ-বিমুখবিকরালে
মম দুরিতং ত্বরিতং হি বিনাশয় নলিনানন্দকবালে ॥৭
ব্রজনবযুবতি-বিহার-বিধায়ক-কুঞ্জপুঞ্জকৃত-সেবে
নিজসুষমানিচয়েন বশীকৃত-গোকুল-জীবনদেবে।
কৃষ্ণচন্দ্র-করুণারস-বাহিনি বৃন্দাবন-বনমালে
মম দুরিতং ত্বরিতং হি বিনাশয় নলিনানন্দকবালে ॥৮
সার্থক-সুন্দর-পদ-যমকাঞ্চিত-করণ-কুতূহলকারং
পদ্যাষ্টকমিদ-মর্কসুতা-মহিমামৃত-বর্ণন-ভারম্।
কবিবর-নন্দকিশোর-কৃতং শুভভক্তিযুতো নরজাতিঃ
কোঽপি পঠেদ্ যদি গোষ্ঠপুরন্দর-ভক্তগণেষু বিভাতি ॥৯

ইতি শ্রীনন্দকিশোরগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীযমুনাষ্টকং সম্পূর্ণম্।।

জাহ্নবাবল্লভ গ্রন্থমালা

চারি যুগের ভক্তগাঁথা ১ম খণ্ড
JN০০১
৯৭৮-৯৩-৩৪০-২৯৩৫-৯

চারি যুগের ভক্তগাঁথা ২য় খণ্ড
JN০০২
৯৭৮-৯৩-৩৪১-৫০৩১-১

চারি যুগের ভক্তগাঁথা ৩য় খণ্ড
JN০০৩
৯৭৮-৯৩-৩৪১-৫১৯৯-২

চারি যুগের ভক্তগাঁথা ১ম, ২য় খণ্ড ও ৩য় খণ্ড
JN০০৪

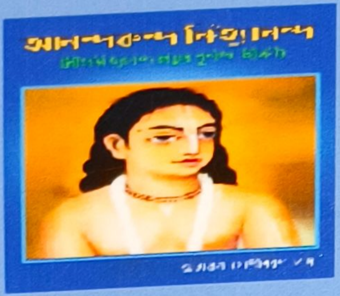

আনন্দকন্দ নিত্যানন্দ
JN০০৫
৯৭৮-৯৩-৩৪০-৫৫৪১-২

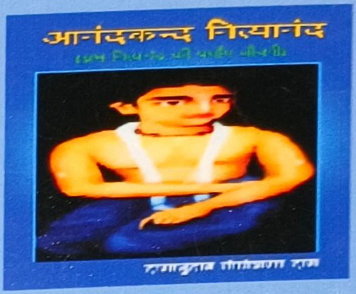

आनंदकन्द नित्यानंद
JN০০৬
৯৭৮-৯৩-৩৪০-৪৪৪৬-৬

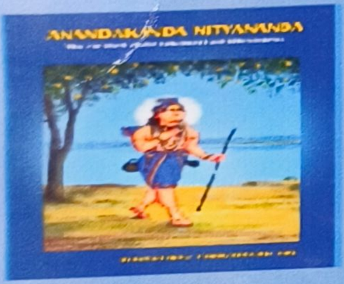

Anandakanda Nityananda
JN০০৭
৯৭৮-৯৩-৩৪০-০২৭২-৬

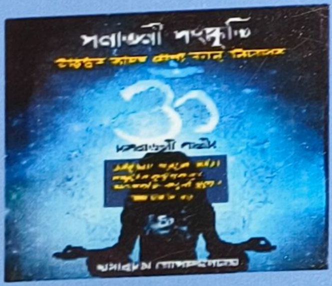

সনাতনী সংস্কৃতি
JN০০৮
৯৭৮-৯৩-৩৪০-৩৭১০-৪

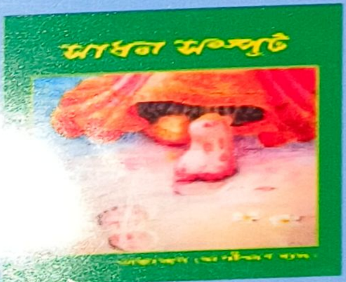

সাধন সম্পুট
JN০০৯
৯৭৮-৯৩-৩৪১-৪৯৬৫-৪

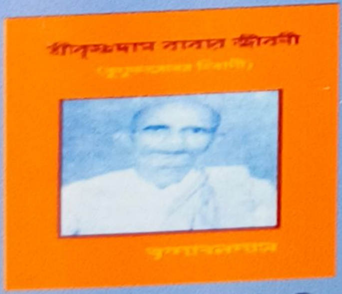

শ্রীকৃষ্ণদাস বাবার জীবনী
JN০১০

শ্রীগৌরাঙ্গসহস্রনাম-পঞ্চকম্
JN০১১

পরতত্ত্ব-গৌরঃ
JN০১২

শ্রীশ্রীরাধিকাস্তোত্রম্ ও শ্রীশ্রীগৌরপ্রেমোল্লাসকাব্যম্

JN০১৩